





ହଂସାଦୂତ





श्रीशिवेन्द्रनारायण मूल्यापाध्याय

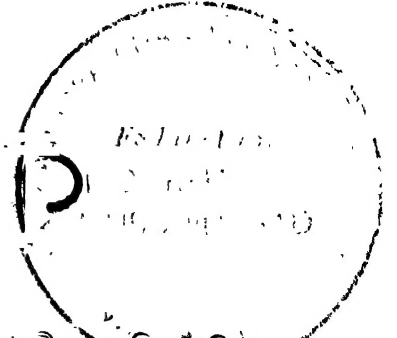
चित्रशिल्पी

श्रीपूर्णचन्द्र चक्रवर्ती

१९५५



ভূ-।



বাঙলার নিজস্ব কাব্য-চিন্তা পূর্ণতা লাভ করেছে বৈষ্ণবযুগে। ভারবী, ভক্‌হুতি, কালিদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষের পর প্রায় সাত শত বৎসরকাল ভারতের কবিত্ব নিষ্ক্রিয় ছিল। এ দেশে গৌরব ক'রবার মত সৃষ্টি যে আর কোনদিন হবে, সে আশা ছিল না। নূতন কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবার ক্ষমতা হয় ত লুপ্ত হয় নি; কিন্তু পূর্ববর্তী কবিদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইবার শক্তি লুপ্ত হ'য়েছিল। সহসা এই নিষ্ক্রিয়তার প্রাচীর ভেঙে গ'ড়ে উঠল এক নূতনতর যুগ; যখন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণ একে একে এসে, অলোকসামান্য প্রতিভার পঞ্চ-প্রদীপে কাব্যভারতীর মঙ্গলারতি ক'রে গেলেন। এই হ'ল সেই বৈষ্ণব যুগ—যে যুগে বাঙলার সমাজ ও মন এক অভিনব ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেল।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ প্রেমকাব্য। নায়ক-নায়িকার অন্তরের নিগূঢ় সত্য যেন বৈষ্ণব প্রেমকাব্যে গূর্ত হ'য়ে উঠেছে। রূপ, রাগ, রস, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ইত্যাদি বিভিন্ন রসধারা যেমন নিখুঁত ভাবে বৈষ্ণবকাব্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, বিশ্বসাহিত্যে প্রেমকাব্যের তেমন রসব্যাপ্ত সৃষ্টি আর কোথাও হয় নি।

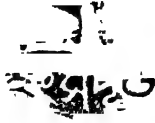
বৈষ্ণব-যুগের সমস্ত কাব্যই গ'ড়ে উঠেছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অফুরন্ত লীলারহস্য অবলম্বন ক'রে; কিন্তু তাই ব'লে বৈষ্ণব প্রেমকাব্য শুধু বৈকুণ্ঠের সম্পদ নয়। পার্থিব জীবনের দৈনন্দিন গতিপথে নরনারীর বুকে যে চিরন্তন প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে, তারই অন্তরের নিগূঢ় সত্য রূপায়িত হ'য়েছে দেবতার উদ্দেশে গাঁথা ওই প্রেমের মন্দার-মালায়।

“এই প্রণয় স্বপন

শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,  
গারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে  
সরমে সম্রমে—একি শুধু দেবতার ?  
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার  
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের  
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের  
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

\* \* \* \* \*





খ

\* \* \* \* \*

### এই প্রেমগীতিহার

গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,  
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ দেয় বঁধুর গলায় ।  
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই  
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই ।  
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?  
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

দেবতার উদ্দেশে রচিত প্রেমকাব্যের সেই অফুরন্ত খনিতে লুকিয়ে আছে মানুষেরই প্রাণের কথা, যেখানে দেবতার সিংহাসনে প্রিয় আর প্রিয়ের মন্দিরে দেবতা পেয়েছেন আসন ।

রূপ গোস্বামীর হংসদূত সেই প্রেমকাব্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । মহাকবি কালিদাস বিরহী যক্ষের মর্ম্মস্তদ বেদনার গানে এক অভিনব স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রেছিলেন 'মেঘদূতে', আর অমর কবি 'রূপ' বিরহিনী রাধা ও গোপাঙ্গনাদের বিধুর চিত্তকুসুম চয়ন ক'রে, মানস লোকের এক অপরূপ ছায়াপথ সৃষ্টি ক'রেছেন 'হংসদূতে' । কালিদাস ক'রেছেন বিরহী নায়কের মনোবিশ্লেষণ—বেদনা-মহুর 'মন্দাক্রান্তা'র যাহ্ন-মন্ত্রে ; আর রূপ এঁকেছেন বিরহিনী নায়িকার চিত্তছবি—বিধুরা 'শিখরিণী'র অনবচ্ছন্দ-তুলিকায় । নায়ক ও নায়িকা-চরিত্রের দুটি বিভিন্ন দিক্ পরিষ্কৃত হ'য়ে উঠেছে এই দু'খানি 'দূত' কাব্যে ।

হংসদূতের কবি রূপ গোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় সহচর । ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুরের সন্নিকটবর্তী নৈহাটি গ্রামে ইহার জন্ম হয় । রূপের পিতার নাম ছিল কুমারদেব, আর মাতা ছিলেন রেবতী দেবী । কুমারদেব কর্ণাটরাজ জগৎগুরু বংশধর ছিলেন । ১৪১৪ খৃঃ রাজা জগৎগুরু সর্বজ্ঞের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করেন । অনিরুদ্ধ বেশী দিন রাজত্ব ক'রতে পারেন নি । মাত্র দু' বৎসর রাজত্ব ক'রে ১৪১৬ খৃঃ অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয় । তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর সিংহাসনে ব'সবার আয়োজন করেন । কিন্তু অভিষেকের পূর্বেই তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ হরিহর সিংহাসন লাভের জন্য নানারূপ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছেন । এ সংবাদে রূপেশ্বর অত্যন্ত ব্যথিত হ'লেন । তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ক'রবার প্রবৃত্তি তাঁর হ'ল না ; স্বেচ্ছায় হরিহরের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে রূপেশ্বর কর্ণাট ত্যাগ ক'রে, বাঙলায় এসে পিতৃবন্ধু গোড়েশ্বরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রলেন । ১৪৩৩ খৃঃ রূপেশ্বরের মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র পদ্মনাভ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন । পদ্মনাভ ৫৯ বৎসর বয়সে গোড়ের মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিয়ে গঙ্গাতীরবর্তী নৈহাটি গ্রামে বাস স্থাপন করেন । পদ্মনাভের



কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ ছিলেন কুমারদেবের পিতা। সনাতন, রূপ ও অমুপম কুমারদেবেব পুত্র। আপন আপন প্রতিভার বলে তিন জনই চৈতন্যযুগে সম্মানের বিশিষ্ট আসন পেয়েছিলেন।

সনাতন ও রূপ অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ হ'লে উভয়ে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ফাসী পণ্ডিত ফক্কদ্দিন গাজীর নিকট ফাসীভাষা শিক্ষা করেন। সনাতন যেমন নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন, তেমনি অসামান্য ছিল তাঁর প্রতিভা। গোড়েশ্বর সনাতনের গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করেন। তাঁর পর রূপ ও অমুপম (বল্লভ) অগ্রজের অনুসরণ ক'রে গোড়েশ্বরের অধীনে উচ্চ পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই মহাপ্রভুর সংস্পর্শে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং উচ্চ রাজ্যপদ ও অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে তাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর আর সন্তোষ। গোড়েশ্বর সনাতনকে সাকর-মল্লিক এবং রূপকে দবারখাস উপাধি দান করেন। কিন্তু মহাপ্রভু ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে দুই ভাইকে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের নামকরণ করেন সনাতন আর রূপ। সনাতন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, আর রূপ ছিলেন চৈতন্যযুগের অদ্বিতীয় কবি। কনিষ্ঠ বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী রূপের নিকট শাস্ত্র ও ধর্ম শিক্ষা করেন। পরবর্তী যুগে জীব গোস্বামী ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ব'লে খ্যাত হ'য়েছিলেন।

রূপ ও সনাতন শেষ জীবন অতিবাহিত করেন বৃন্দাবনে। রূপ একাধারে কবি, সাধক ও বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ গুরু ছিলেন। কেউ কেউ বলেন—মেবারের রাণী স্বনামধন্য মীরাবাই বৃন্দাবনে সাধক কবি রূপ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সনাতন ও রূপ উভয়েই বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে কবির দেহাবসান হয়।

রূপ গোস্বামীর আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য দান—ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উদ্ধবসন্দেশ, প্রেমেন্দুসাগর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি। উজ্জলনীলমণির সমকক্ষ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ ও রতি বিষয়ক আলোচনা উজ্জলনীলমণির মূল বিষয় বস্তু। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ফ্রায়েড, হাভলক্ এলিস্, উইলিয়ম শ্টেকেল ও ম্যারি কারমাইকেল ষ্টোপস্ প্রভৃতির দান অপেক্ষা উজ্জলনীলমণি কোন অংশে ন্যূন নয়।

রূপ গোস্বামী বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব'লে বর্তমান যুগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। এ অনুবাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনে বিন্দুমাত্র সহায়তা ক'রলেও, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহালয়া

আবিন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়





হিয়ার পরশ লাগি  
হিয়া মোর কাদে,  
পরাণ পুতুলি হয়  
থির নাহি বাঁধে ।

— জোচনদাস



ଜେନା





হমর ছুথক নাহি ওর ।  
 জে ভরা বাদর    মাহ ভাদর,  
 শূন্য মন্দির মোর ।

\* \* \* \* \*  
 তিমির দিগ নাহ'    ঘোর বামিনা  
 আশ্রয় পশুনি পাশিনা ।  
 বিজাপাত বনে    কৈসে গমায়ব  
 হার বিনু দিন রাতিয়া ॥

— দিষ্টাপতি

সে রূপ-সায়রে    নয়ন ডুবিল,  
 সে গুণে বাঙ্কল তিয়া  
 সে সব চরিতে . ডুবিল যে চিতে  
 নিবারিব কিবা দিয়া !

— চণ্ডীকাস





১৫৫৫

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে  
 ভিতর দুয়ার খোলা ।  
 তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি,  
 আঁধার পেরিলে আলা ॥

—চণ্ডীদাস

রূপ লাগি আঁধি করে  
 গুণে মন ভোর ;  
 প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে  
 প্রতি অঙ্গ মোর ।

—লোচনদাস





সেই বিরত সাগর তলে

ডুবেল সারা পরাণ মন

ধূণী, ধন ব্যাধার চাপে

অশ্রুতরে অচরকণ



### বন্দনা

দগিত-হরিতাল-দ্রুতি সিঞ্চিত পীত বসনধারা,  
উজ্জ্বল নব রক্তজবা-রঞ্জিত রাঙা-চরণচারী ।  
কৌতুকলালা-লাস্যভরে মঞ্জরে হামি বিশ্বপটে,  
কঙ্কলধন নিত্যভবি চিত্র-আকাশে উঠক কটে ।









গোপবালাদের প্রিয়তম বল্লভ  
মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন-





শ্যামল সখা বিহনে আজ  
কুঞ্জভবন অন্ধকার,  
কোমল-হিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া  
সইতে নারে দুঃখ ভার ।  
সেই বিরহ সাগরতলে  
ডুব্‌ল সারা পরাণমন,  
দৃণীঘন ব্যথার চাপে  
অশ্রু বারে অনুক্ষণ ।



তিন

একটি কণা শান্তি আশে  
 বিভলমনা রাই  
 শিথিল পদে সখীর মাথে  
 চল্ল বয়সায় ।  
 অভিসারের কুঞ্জগেহ  
 লতাবিতান সহ,  
 আজিও সেই তেজি আছে  
 পরাণপ্রিয় কই ?  
 চিত্তজ্বালা দ্বিগুণ জ্বলে  
 নিঠুর লিপি ফলে ;  
 সংজ্ঞাহারা স্বর্ণকলি  
 লুটায় ভূমিতলে ।



চার



সংজ্ঞাহীনা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিখর তনু জড়িয়ে বুকে  
 যত্নে রাখে সঙ্গিনীরা শুভ্র মৃণাল শয়ন 'পরে ;  
 মর্ম্মব্যথা উদাস-চোখে উথলে ওঠে গভীর দুখে,  
 পার্শ্বে বসি' স্তম্ভরীরা লীলাকমল ব্যাজন করে ।  
 স্নেহের বশে বান্ধবীদের কোমল চিত সশঙ্কিত,  
 কান্না যেন রোধ মানেন না স্তব্ধ নিতল হিয়ারতলে ;  
 আজকে বুঝি শ্রোত-যমুনা হবে উতল উচ্ছ্বসিত  
 সঙ্গীহীনা গোপাঙ্গনার তপ্ত কাজল-আঁখির জলে ।





পাঁচ

দই ললিতার হৃদয়লীনা  
কমলমুখী রাই,  
পদ্ম-পলাশ ব্যজন পেয়ে  
মুখটি তুণে ঢায়  
তাই দেখে সব সঙ্গিনীদের  
হর্ষ জাগে মনে,  
কুঞ্জকানন মুখর হ'ল  
মধুর আলাপনে ।



ছয়

বিধুর-হিয়া রাইকে রাখি কমলশয়নে,  
আকুল চিতে চাইছে সখী চপল নয়নে :  
এমনি সময় দেখল চেয়ে  
একটি মরাল শব্দবরণ  
এগিয়ে আনে তাদের পানে  
নাচিয়ে লঘু ছন্দে চরণ ।  
শুভ্র গ্রাবা উদ্ধে তুলে'  
গাইছে কলকণ্ঠে গান ;  
কালিন্দীরি সুর বাটে  
উত্তল করে শূন্য প্রাণ ।





সাত

তাই দেখে সে হৃষ্ট মনে  
এগিয়ে চলে ধীরে,  
সাদর-প্রীতি সম্ভাষিয়া  
শুরু পাখীটিরে ।  
সহসা সেই বিহগ পেয়ে  
ভরসা হ'ল মনে—  
বিরহের এ বার্তা আজি  
পাঠায় মধুবনে ।  
যোগ্য এ-দূত সে বারতর,  
যাবে আকাশ পথে ;  
জানাবে সব ছুখের কথা  
নিঠুর মনোমথে ।

আট

অমর্ষে প্রেম-ঈর্ষা জাগে  
কৃষ্ণসখীর বক্ষতলে,  
মুক্ত মনে সেই বিহগে  
ছুখের কথা আপনি বলে ।  
এম্নিতর প্রণয়ে বার  
ভেঙে গেছে চিত্ত-আগল,  
আত্ম পরে ভেদ ভুলেছে,  
মনব্যথা-স্পর্শ পাগল ।  
দোষ কি, যদি বিহঙ্গে সে  
প্রার্থনা তার জানিয়ে থাকে !  
গভীর প্রেম বিচ্ছেদে হায়  
অবিধাসের বাঁধ কি রাখে ?





নম্র

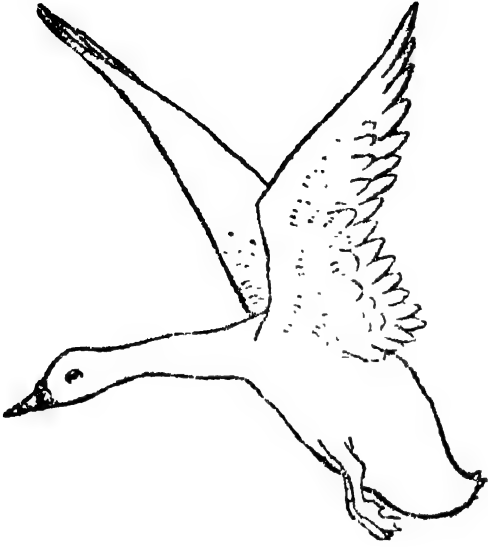
নীল যমুনা পুণ্য তোয়ে  
 নিত্য তোমার বাস,  
 শুভ্র মৃণাল আমোদ ভোগে  
 কাটাও বরষ-মাস।  
 কোমল-হিয়া মহৎ তুমি,  
 তাই ত তোমার কাছে,  
 ছুখিনী এই গোপাপ্রনা  
 সহায়-শরণ যাচে।  
 মহৎ পাশে ভিক্ষা দানের  
 হয় না বিফল জানি,  
 তাই অবলা তোমায় প্রিয়  
 জানায় মর্মবাণী।

দক্ষ

যতেক অভাগী-মোদের ভুলিয়া  
 জ্বালায়ে বিরহ জ্বালা,  
 মথুরা-নগরে স্নেহের সাগরে  
 রভসে যাপয়ে কালা।  
 এ-সব ছুখের দাহন বারতা  
 যতনে স্মরণে গাঁথি,  
 স্বরিত গমনে নিঠুর নাগরে  
 জানায়ে এস গো সাথা।







বাণী

গোপিনীগণের জীবনবন্ধু

কণ্ঠেবে সাধে ল'য়ে—

নিষ্ঠুর-মতি অন্ধর নদী

যেছে যেই পথ ব'য়ে

জগৎবিদিত সেটি গণে প্রিয়

যেও ভূমি মথুরায় ;

যৌবনশার্ঙ্গা নট-নিষ্ঠুরের

দরশন কামনায় ।

এপান্নো

মথুরা পথের যাত্রা তোমার

কল্যাণময়ী হোক ।

পুলকিত মনে ক্ষিপ্রগতিতে

উজলি' বীক্ষ্য-লোক,

উড্ডীন হও স্থানল আকাশে

দরদা বন্ধু প্রিয় !

চপল ছন্দে বিথারি পক্ষ-

পল্লব রমণীয় !

উদ্ধ নয়নে তোমাতে হেরিয়া

বৈজশিশু চঞ্চল

বিপুল হর্ষে হবে ধাবমান

করি হুত কোলাহল ।





১৯৫৭ খ্রিঃ

মহানগরীতে

১৯৫৭ খ্রিঃ



ভেরো

ভাঁরি রথের চক্র-রেখা  
মাটির বুকে দেখবে লেখা ;  
দেখবে সেথা বিবশ তনু  
গোপাঙ্গনা সবে—  
গণ্ড ব'য়ে ঝ'রছে ধারা,  
বিলাপ গানে আত্মহারা,  
মদন-তাপে অবশ-হিয়া  
শৃঙ্খল চেয়ে রবে ।



ভোদ

শশিকলাসম কমলমুণ্ডালে  
মিটিয়ে ক্ষুধা,  
পান ক'রে নীল তপনবালার  
সলিল-সুধা,  
ছায়াবনশাথে হৃদ মানসে  
বিরাম ল'য়ে,  
যাও সখা ধীরে বৃষ্টিগরে  
বারতা ব'য়ে ।

শতনরো

অক্লুর সাথে

আরোহিয়া রথে

গেল যবে প্রাণনাথ,

কুন্তম সমান

গোপিনী পরাণে

হইল বজ্রপাত ;

দূর হ'তে সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

নিরাশ-আশায় হৃদয় বাঁধিয়া,

অনুসরি সেই

নিঠুর নাগরে

চলেছিল যেই পথে ;

সে-পথ বহিয়া

যাও মথুরায়,

লভিবে সে মনোমথে ।



তঁাহারে বন্ধু ক'রো নিবেদন

অবলা নারীর প্রাণের বেদন ।

কোঁর্তি তোমার

রবে চিরদিন

ব্যাপ্ত ভুবনময়

মহৎ যে-জন

সেই ত বিশ্বে

ছুথের দরদী হয়

### মৌল

ক্লান্ত হ'লে ক্ষণেক প্রিয়,  
কদম্ শাখে জিরিয়ে নিও ;  
দেখ্বে যেতে পথের পাশে  
ঘন শাখায় যাব,  
সবুজ কচি কিশলয়ের  
অপূর্ব সস্তার ।  
সেই বিটপী-শাখায় উঠি,  
নিত মোদের হৃদয় দুটি ;  
গোপিকাদের কৃষ্ণপ্রেমের  
জান্তে পরিচয়,  
বসন চুরি ক'রুত কালা  
মান্ত না বিনয় ।



### সতেরো

তমালশ্যাম অঙ্গ-উজল  
কলাপী এক চিত্তলোভা  
রহিত ব'সে সেই পাদপে  
ছাড়িয়ে হেমকান্তি-শোভা ।  
দেখ্লে তারে জাগ্ত মনে  
চিত্র সে-কি দীপ্যমান,  
আনন্দেরি লহর তুলে  
গাইত মধুকণ্ঠে গান !



আলোকে

দেখবে তুমি পথের পাশে

রাসের লীলাভূমি,

তৃপ্ত হবে নয়ন ছাট

স্বরম্য-রূপ চুমি।



বভ্রাকারে নৃত্য সেথায়

ক'রত গোপাঙ্গনা,

হৃষ্টাবালা-অঙ্গরাগের

ঝ'রত মদ-কণা।

স্পর্শে তারি শ্যামল হ'ত

শ্যামের লীলাস্থল ;

চরণ-ছাঁদে চূর্ণ হ'ত

মল্লী সমুজ্জ্বল।











### উনিশ

অদূরে তার শ্যামের প্রিয় বাসন্তী-বিতান,  
 অনঙ্গ-উৎসবের নিকেতন ।  
 নয়ন ছুটি যত্নে সখা সামলে চ'লো সেখা,  
 নইলে হবে প্রেম-উতলা মন ;  
 গতি তোমার স্তব্ধ হবে, ক্ষান্ত হবে চলা,  
 পথের কথা যাবেই তুমি ভুলে ;  
 বিরহের এ অগ্নিতাপে যতেক গোপবালা  
 প্রাণ হারাবে এই যমুনা-কূলে ।



### কুড়ি

ক্ষণেক যদি বিলম্ব হয়  
 তবুও ভাই তুমি,  
 চলতে পথে যত্নে দেখো  
 শ্যামের লীলাভূমি ।  
 ব্যর্থ সখা হবে না সেই  
 তীর্থ দরশন,  
 চিত্তখানি পূর্ণ হবে—  
 শুদ্ধ অনুখন ।

একুশ

বারেক শুনি বেণুর ধ্বনি আশীর-বণিতা  
মিলত যেথা রহঃক্ৰীড়া তরে,  
শ্যামল কচি বল্লরিদল গভীর আবেশে  
জড়িয়ে আছে অঙ্গের থরে থরে ;  
যেথায় ধেনু সবুজ তুণে মনের হরষে  
মিটায় ক্ষুধা অহনিশি ধরি'  
শয়ন রচি' শিলার বুকে বিজন বিপিনে  
রইত যেথা চিত্ত-চোরা হরি ;  
দেখ্বে তুমি শৈল-শিখর 'গোবর্দ্ধনে' সে  
পরম স্নেহে পূর্ণ হবে হিয়া ।  
সেই ত প্রিয় সাক্ষী মোদের সকল মিলনে  
গোপন কথা যত্নে আবরিয়া ।



বাইশ

চক্রপাণি করাস্বজে  
স্থান দিয়েছেন যাঁরে,  
এই সে-গিরি শৈলকূলপতি ;  
গর্বভরে স্বর্গরাজে  
জয় ক'রেছেন রণে,  
সার্থক-নাম বিশ্বখ্যাত অতি !



### তেইশ

দেখ্বে তুমি প্রান্তে তারি  
চপলা সব কিরাত-নারী  
তমাল হেরি আচম্বিতে

তপ্ত তনুমন ;

উদাস হৃদে অলগ্নিতে  
প্রণয়জ্বালা-লিষ্ট চিতে,  
জপ্ছে মনে সেই কপটী

রুকে অনুখন ।



মিথ তব পক্ষ-বায়ে  
মেহের ছোঁয়া লাগ্বে গায়ে,  
জুড়াবে সেই অঙ্গনাদের

অঙ্গদাহ সখা !

কালিন্দোরি সলিলমাথা  
শুভ্র তব কোমল পাথা  
ভ'বে নব সজীবতায়

শৈল উপত্যকা ।



চব্বিশ

তার ওপারে শ্রীকান্তেরি রতিবিলাস-বীথি,  
কদম্-গেহ কুঞ্জ অনুপম ;  
দেখলে সখা হর্ষে দোলে রসমুখর হৃদি,  
স্বভোগ্য সে-দৃশ্য মনোরম ।  
সেখায় প্রিয় ক্ষণেক তরে লভি বিরাম স্থখ,  
ফুল যদি না হয় তব হিয়া,  
বিফল জেনে চিত্তরসের লীলা-চতুরপণা ;  
বুধাই তব প্রেমের দূতক্রিয়া ।



পঁচিশ

বন্দাবনের প্রাস্তদেশে  
চলতে সখা দেখ্বে তুমি,  
শুষ্ক-শারদ মেঘের মত  
উজল ক'রে ক্ষেত্র-ভূমি  
রয়েছে সেই অরিন্দেরি  
শুষ্ক-চির অস্থি-শির ।  
কৈলাসেরই শিখর ভ্রমে  
দেখ্বে সেখা করছে ভিড়  
শব্দ-সখা যক্ষরাজের  
ভৃত্য যত সরল মন ;  
অদূর হ'তে আসছে ধ্যেয়ে  
করুতে গিরি আরোহণ ।



...  
...  
...  
...  
...



### ছাব্বিশ

গান গেয়ে তুমি আপনার মনে,  
সলীল ছন্দে যাও মধুবনে ।  
আজ বিরহের দশম দশায়—  
অবলা হৃদয় কাঁদে নিরাশায় ।  
প্রাণহীনা সবে মর্ষের তুথে,  
পথ চেয়ে আছে পাণ্ডুর মুখে ।  
শুনিয়া তোমার কণ্ঠের ধ্বনি,  
হয়ত কাতরা শতেক রমণী  
নিথর তনুতে ফিরে পাবে প্রাণ,  
স্মরিয়া শ্যামের নুপুরের গান ।



### সাতাশ

ঘনশ্যামল ভাণ্ডারেতে বসবে ঋণকাল,  
পল্লবে যার সোনালি রোদ্‌ নাচে সমুত্তাল ;  
ছায়ামেঘের সে-কাননের কোমল পরশেতে  
চিন্ত তোমার উঠবে ছলে বিপুল হরষেতে ।  
শ্বেতপতাকা উড়িয়ে যবে চলবে আবার ধেয়ে,  
শঙ্খপাণির মূর্তিখানি ফুটবে আকাশ ছেয়ে ।



## আটশ

বিশ্বপিতার নয়ন-ঝরা

প্রেমের ধারায় অবিরাম,

দিক্ত সেথায় সবুজ তৃণ

নিত্য নয়ন-অভিরাম ;

সেই বিদিত ব্রহ্মপুরে

তোমার দেখি আগমন,

জাগ্বে যত বনদেবীর

চিন্তে পুলক আলোড়ন ।

চতুর ওগো, তোমায় হেরি

ভাব্বে তারা অবিকল

হংসরথীর চরণপাতে

ধন্য হ'ল বনস্থল ।



## উনত্রিশ

সখা,

তঁহারি দরশ আশে,

অঙ্গনা যত—

ছুখভারে নত,

যমুনা-পুলিনে আসে ।

বিরহ মলিন

আঁখে নিশিদিন

বেদনা অশ্রু ঝরে,

চরণের গতি

মানে না বিরতি

পিচ্ছিল পথ 'পরে ।

সেই

নিঠুর দরদী কালা

বাম তেঁহো প্রতি,

তবু যেন অতি—

বাড়িছে বিরহ ছালা ।





### ত্রিশ

মুরারি যেথায় চপল ছন্দে  
নৃত্য করিত মহা-আনন্দে  
কালিয়া নাগের শিরে,  
ফণি-মণি-খসা সেই সে তড়াগে  
সুনীল অঙ্গ শোভে নীলরাগে,  
তটভূমি ঘিরে ঘিরে ।  
প্রাণ ভ'রে সখা পান ক'রো তারি  
কদম-কেশর-সুরভিত বারি—  
ফিরে পাবে নব বল ;  
বিশ্ব মাগিছে যে-রাঙা চরণ,  
সেই পদরেণু করিয়া বরণ  
পুণ্য সে-হৃদ জল ।

### একত্রিশ

দেখ্বে সেথা বৃন্দাদেবী  
চিস্ত ক্রেশে শীর্ণকায়া,  
কোমল কচি মঞ্জরিকা  
আঁকবে মনে অশ্রু-মায়া ;  
সেই তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া  
গোপিনীপ্রেম মগ্ন জানে ;  
বিনয় ভরে নমস্তুতি  
জানিয়ো তুমি তাঁরি স্থানে ।



### বক্তৃতা

এমনি করে কেকামুখর একাদশটি কুঞ্জ ছাড়ি.

দেখ্বে সখা কাননবীথি যেই,

ছায়ামেঘের আশ্রবনের সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা

সেই মথুরা, তুলনা তার নেই।

যত্নকুলের শুভ্র বিমল যশের রাশি ভুবন ভরা,

দেখ্বে তুমি তাদের সেখা বাস ;

ইন্দ্রপুরের প্রাসাদ জিনি, স্মরম্য সে হর্ম্যখানি

কীৰ্ত্তিগাথা গাইছে বারোমাস।



### ভেদিকা

কৈলাসেরই শিখর সম

বিশাল পুরী অগণন,

সুস্তম্ভমালায় কর্ছে শোভা

সেই মথুরা অতুলন।

উল্লসিত উপবনের

প্রাশ্ফুটিত পুষ্পদল

মধুর-জলা সেই মথুরা

কর্ছে সখা সমুজ্জ্বল।



৩০০

তাহারি পরশ আছে,  
অধনা নত, দুখভারে নত,  
যমুনা প্রাণনে আসে।



### চৌত্রিশ

দেখ্বে কোথাও শম্ভুবাহন  
নবীন তুণে মিটায় ক্ষুধা,  
কেলি-মুখর মরালগুলি  
কমলমূলে খুঁজছে স্রুধা ;  
কোথাও শিখী অবাধ মনে  
বিষধরের জীবন নাশে,  
শালেরাবনে ইন্দ্রবাহন  
বাঙ্গা তোলে বিপুল গ্রাসে



### পঁয়ত্রিশ

রাখার ঐতিহ্য

শিথিল তব বসনখানি আজকে যে গো সখি,  
এলিয়ে যায় কর সীমা হ'তে,  
কণ্ঠমালার মুক্তাবলী মনের অগোচরে  
ছড়িয়ে পড়ে ব্রজের পথে পথে ।  
উন্মাদিনী কমলমুখি, দেখলে দশা তোর  
কুলটারো হাসবে সখি আজ,  
কলঙ্কেরি হানবে দাগা, ওলো অসংব্রতে  
মদির মনে হারাসনে গো লাজ



ছত্রিশ

বিরহে আজ চিত্তহারা  
 হ'য়েছ কি এতই সই !  
 দখিন পায়ে অলঙ্কিতা  
 অন্তটিতে চিহ্ন কই ?  
 প্রসাধনেও কৃষ্ণপ্রিয়া  
 এমনি হ'লে উন্মনা,  
 মদন-তাপে ক্লিষ্ট ভাব'  
 হাস্বে পুর-অঙ্গনা ।  
 অপমানের তপ্ত শেলে  
 পরাণ যদি যায় রাধা,  
 পুষ্প-ধনুর গর্বে সখি  
 কেমনে বল্ দিই বাধা !



সাঁইত্রিশ

সগ-ফোটা অশোক ফুলে  
 সজ্জিত সে নিরুপম  
 কংসজয়ী চ'লতে পথে  
 ঘটছে কি চিত্ত-ভ্রম !  
 অপান্ধের লীলায় কি গো  
 পৌরবীথি হর্ষময়,  
 নির্নিমেষে দেখ ছ একা  
 তুচ্ছ করি লজ্জা ভয় !





আনন্দিলা

মুহুমুহুঃ উর্দ্ধ পথে চাইছ কেন সখি,

মনের কোণে ভাসে গো কার কথা ?

ক্ষণকালেই বার্তা পাবে সেই-সে দয়িতের

জুড়াবে সই প্রাণের যত ব্যথা ।

কমলমুখি, দেখলে তোরে স্বতই জাগে মনে

নয়ন পথে ভাসছে বুঝি তোর—

রমণী-মন পাগল-করা নবনীরদ কাল।

অবলাদের নিষ্ঠুর চিত্ত চোর ।

উন্মাদিনী

রোদনের ভারে পাশরিয়া লাজ

কেন লো মরিস্ রাধে,

মধুবন ছাড়ি আসিবে সে পুন

পড়িবে নয়ন ফাঁদে ।

তেমনি করিয়া চটুল তোমার

চাহনি ঘিরিয়া কাল।

পলে পলে স প্রেম কুতূহলে

গাঁথিবে প্রণয় মালা ।

হংসের প্রতি

সখা, মথুরার পথে সেই পথিকের

রাতুল চরণ পাতে

মুখর হ'য়েছে সব ;

পুর-নারীদের রতি-জল্পনা-ভরা

ঘোবন মদিরাতে

ওঠে কৌতুক রব ।





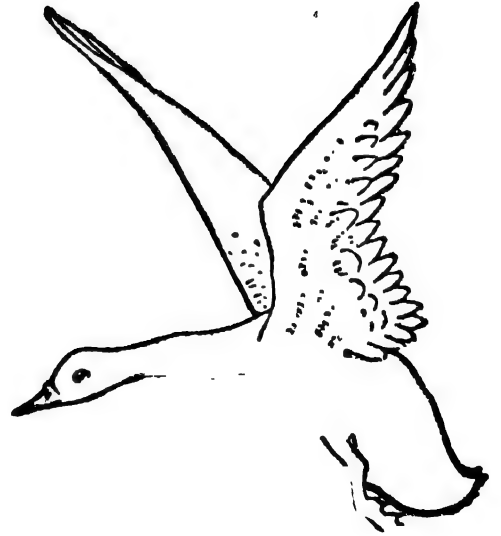


### একচল্লিশ

ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়ে সখা  
 রক্ষিগণের নিবাসভূমি  
 অসঙ্কেচে প্রবেশ ক'রো  
 অন্তঃপুরের মধ্যে তুমি ।  
 হৃদয়শিরে দেখবে সেথা  
 গগন-ছোঁয়া নিশানগুলি,  
 গর্বভরে বিরাজ করে,  
 বিজয়ধ্বজা উচে তুলি ।

### চল্লিশ

সে-মুখ ইন্দু দিবস যামিনী  
 রসিকা নাগরীগণে  
 বিপুল হরষে করে দরশন  
 প্রেম-মুকুলিত মনে ;  
 গোপিনীকুলের শিয়রে ছড়ায়  
 সঘন বিপদজাল,  
 মদনবিলাসে রতিপুলকিতা  
 রভসে যাপিছে কাল ।  
 সোহাগ-উজ্জ্বলা সে পুর-বনিতা  
 নয়নে ছোঁয়াবে শ্রীতি,  
 গভীর আবেশে ছুলিয়া উঠিবে  
 তোমার মানস-বীথি ।



বিস্ময়ান্বিত

সেই প্রাসাদের শীর্ষদেশে  
 স্ফটিক-রচা মরাল শত,  
 মাণিক্য-রাগ ওষ্ঠে মাখি  
 বিভব শোভা বাড়ায় কত ।  
 দেখ্বে সেথা চিত্তভ্রমে  
 সলিলচারী হংসগণ—  
 হৃদয় ভাবি পুতলিকে  
 জানায় প্রীতি সম্ভাষণ ।



ক্রমিকা

আপন আপন স্মরণ লাগি  
 ব্রজের বধূগণ  
 সখার হাতে যে শুকমিথুন  
 ক'রলো সমর্পণ,  
 শুনবে তারা বৃষ্টিপুরে,  
 আজিও নানা ছন্দে হুরে  
 গাইছে পথে পথে ;  
 ব্রজবালার চিত্তবেদন  
 ক'রছে কণ্ঠ হ'তে ।

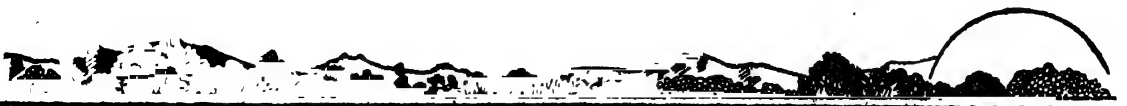
শুনবে সেথা

পাশরি' সকল বাধা,  
প্রিয়সখী পাশে  
আকুল পিঠাসে  
ক'য়েছিল কবে রাধা—



ভেতাল্লিশ

'গোপবালা কুল      বিরহে আকুল  
বিফলে খুঁজেছে য়ারে,  
যমুনা-পুলিন      কুঞ্জে বিলীন  
আমি যে হেরেছি তাঁরে ;  
নয়নে নয়ন      মিলেছে যখন  
বিলোল চকিত হাসি  
মিলন-ভূষিত      চাতক এ-চিত  
করিয়েছে অভিলাষী ।  
জলদ-মেতুর      সেরূপ মধুর  
আর কি জীবন পথে,  
সজল ছায়ায়      নিবিড় মায়ায়  
লভিব হৃদয় রথে ?'

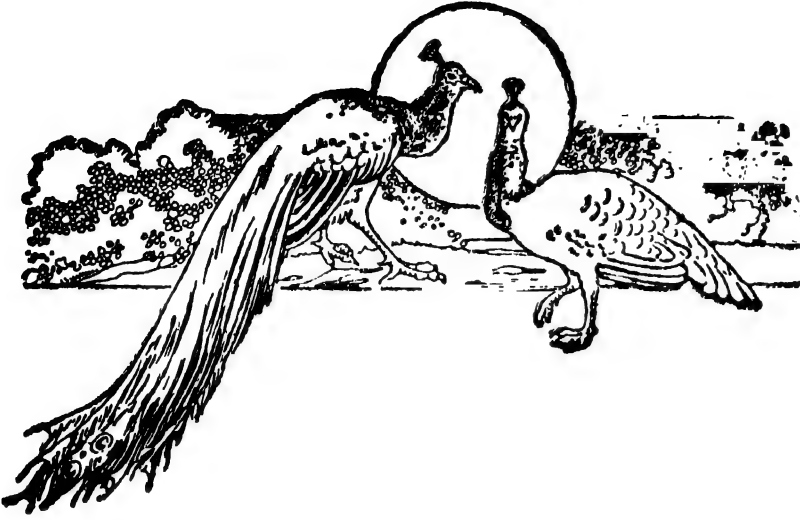


কমল-আননী কমলা সখীর  
 ধরিয়া কমল করে,  
 সাদর মোহাগে প্রিয় সহচরী  
 কহিল ব্যথিত স্বরে—

চুস্মাঙ্গিশ

‘নয়নের জল মুছে ফেল সখি,  
 বিষাদ রেখো না মনে ;  
 আপন সত্য রাখিতে সে-কাল  
 গ্লিরিবে বৃন্দাবনে ।  
 নবীন পুচ্ছে মোহন চূড়াটি  
 যতনে রচিয়া মাথে,  
 বাঞ্ছিত-চির দয়িত সে-তব  
 মিলিবে তোমার সাথে ॥’



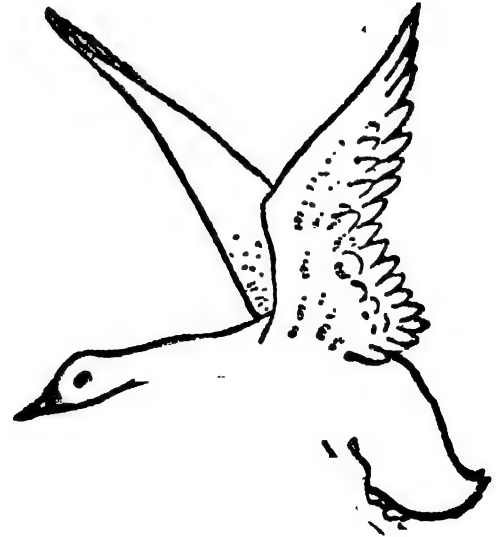


### ছে'চল্লিশ

তারপরেতে যত্নে ধীরে  
প্রবেশ ক'রো কক্ষমাঝে,  
গবাক্ষেতে আন্দোলিত  
মুক্তাবলী যেথায় রাজে ;  
হেমাক্ষিত বর্ণমালায়  
ব্রজলীলার কীর্তিগান  
ভিত্তিবুকে দেখ'বে সেথা  
উজ্জল চির দীপ্যমান ।

### পঁয়তাল্লিশ

প্রাসাদ-শিখরে গগনচুম্বী অগুরু-ধূমের লতা  
জলদ-বিলাসী ময়ূরের বৃকে জাগাইছে ব্যাকুলতা ;  
শ্যামল মেঘের দরশনে যেন পুলকিত তনুমন,  
পেখম ছড়ায় করে তাই স্তুতি বন্দনা অনুখন ।  
সেরূপ নেহারি জাগে যদি চিতে বাঞ্ছিত প্রীতিকণা,  
সলিল-বিহারী, জয়ী হবে তবে জলসহচরপণা ।





—উনচল্লিশ

পুর-নারীদের প্রতি-অঙ্গনা-ভরা  
যৌবন মদিরাত্তে, গুঠে কোতুক রব।





হেরিবে অঙ্গে যমুনাধারার  
উছলিত রূপশোভা ;  
মণি-কুণ্ডল কপোলপ্রান্তে  
উলসিত মনোলোভা ;  
কনকলক্ষ্মী-পরিমল-জিনি  
শোভে পীতবাসথানি,  
ত্রিলোক-কান্তি-নিছানি-রচিত  
শয়নে চক্রপাণি ।

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ

শুভ্র কোমল বিরাম-শয়নে  
আধো-নিমোলিত আঁখি,  
চন্দ্র সমান উজ্জল শিথানে  
কফোণি-মুগল রাখি,  
সৌম্যমূরতি শ্যামসুন্দর  
তনু অতি-সুসুন্দর  
বন্ধিম ছাঁদে এলায়ে দিয়েছে ;  
অপরূপ শোভা তার  
অমৃতময় মোহন পরশে  
অনিমিত্ত আঁখি তব,  
ভরিবে নিত্য প্রমোদ-সুখের  
সুধারসে অভিনব ।







### সংক্ৰান্ত

সে যত্নপতির অদূরে বসিয়া  
 তুলিয়া মধুর তান,  
 বহুকুল-পিতা বিকন্দবর  
 গাহিছে পুরাণ-গান ।  
 মণিময় থামে হেলাইয়া তনু  
 কুরুকথা-রচয়িতা,  
 দাঁড়ায়ে স্মৃতিতে বিভীষণ সেই  
 নিষ্ঠুর পাষণ মিতা !

### উনশতাব্দ

অলিন্দে হেরিবে সখা,  
 রত্নযষ্টি মরকতময় ;  
 নিদ্রানু কলাপী যেথা  
 ক্রান্তি ভরে অঙ্গ ঢেলে রয় ;  
 অকুণ্ঠ হৃদয়ে তুমি  
 শ্রান্তি দূর ক'রো তারি 'পরে ;  
 সঘনে প্রতীক্ষা ক'রো  
 শ্রীকান্তের অবসর তরে ।





### বাহাম্ম

বিহগপতি বিষ্ণুবাহন আদেশ-অপেক্ষায়,  
কৃতাজলি সজাগ মনে প্রভুর পানে চায়।  
ক্ষিপ্র বেগে বিপুল বলে চ'লবে যবে ধৈয়ে,  
ধূসর-পাখা ছড়িয়ে সারা আকাশখানি ছেয়ে,  
তর্ক ভুলি' অবাক হ'য়ে পূর-বালক সবে  
হৃদচিতে নিনিমেষে উর্দ্ধে চেয়ে রবে।

### একান্ন

রত্ন-উজল বৃষ্টি-যুগল  
ধরিয়া মদনমোহন বেশ,  
করিছে ব্যাজন সে-প্রিয় সৃজনে  
দোলায়ে যত্নে চামর-কেশ।  
গুরুদেবতার শিষ্য উধব  
বসিয়া স্বর্ণ-ভূতল-গেহে,  
ধরিয়া অঙ্কে চরণপদ্ম  
করিছে স্পর্শ পরম স্নেহে।



তিপাহ্ন  
 চতুর্মুখে ব্রহ্মা যাঁহার  
 রূপের কথা কইতে নারে,  
 অবলা এই গোপাঙ্গনা  
 সে গান কিগো গাইতে পারে !  
 তবুও সখা নারী-স্বলভ  
 তরল মনের প্রগল্ভতায়,  
 অকুণ্ঠা এই ব্রজাঙ্গনা  
 সেই অসীমের বন্দনা গায় ।



ব্যাকুলচিত্ত স্বয়ম্ভূবের শীর্ষচূড়া চরণ যাঁহার,  
 নিত্য সখা প্রণামকালে স্পর্শ করে সহস্রবার ;  
 দেবর্ষি যে-রাতুল পদের দীপ্ত শোভা ক্ষণেক হেরি,  
 হর্ষরসে বিবশ হিয়া, ভূপ্তি লভেন অনন্তুরি ।  
 সাধক যারা মুক্তিকামী নির্ব্যাণেতে বিরাম যাচে,  
 কেমন ক'রে জানবে তারা সেই চরণেকি রূপ আছে



ସମ୍ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ  
 ଦଳାବଳୀର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ



### শপথ

রূপপিয়ামী সূর্য্যবধূ  
সে-চরণের রূপ কামনায়,  
গভীর জলে বর্ষধরি'  
জীবন যাপে তপ-সাধনায় ।  
নীচের হেন স্পর্ধা হেরি  
কঠোরতপা হিমশাষিবর  
মরণবিধি দণ্ড দিতে  
ছড়ায় ঘন তুহিন-নিকর ।



### ছাপা

মরকতময় কদলী জিনিয়া  
শোভয়ে উজল জামু,  
দ্যুতি-বিলসিত উল্লাস-ভরা  
যেন সে প্রভাত ভানু ।  
রতি-গরবিনী গোপিনীকুলের  
উদ্দাম চিত-চয়,  
মত্ত হিরদ সম নিশিদিন  
বন্ধ সেথায় রয় ।

সাতান্ন  
 নাভি সরোবরে তাঁর—  
 আভিরিগণের নয়ন শফরী  
 ঘুরে মরে বার বার  
 অসীম পয়োধি জলে—  
 সৃষ্টি যেদিন জাগিয়া উঠিল  
 সৃজনের কুতূহলে,  
 সেই নাভি হ'তে ধীরে—  
 শ্বেত-শতদল হ'ল বিকশিত  
 বিশ্ব-পিতারে ঘিরে



আটান্ন  
 সে নৌবিবন্ধে ত্রিবলি বাঁধন  
 শোভে অতি মনোরম ;  
 নয়ন ছুড়ায়ে জননী যশোদা  
 হেরেছিল নিরুপম ।  
 ত্রিলোক ভুবন নিরখি' যাহার  
 গোপন হৃদয় তলে,  
 চকিত চমকে স্নেহময়ী দেবী  
 ভাসিল চোখের জলে ।

### উনষাট

সে বিশাল বৃকে দোলে বনমালা  
 উজ্জ্বল স্থলগিত,  
 দরশনে যার কৃশতনু বালী  
 রতিরসে বিগলিত ;  
 অনুরাগ ভরে প্রেম-অবনতা  
 সে হৃদি পদ্ম 'পরে  
 মনসিজ-জ্বালা জুড়াতে সতত  
 আবেশে চলিয়া পাড়ে ।  
 শত তপনের কিরণ-বিজয়া  
 কৌস্তভমণি হয়,  
 দীপ্ত সে-হৃদে খগোৎসব  
 নিশ্চিন্ত হ'য়ে যায় ।



### ষাট

ইন্দ্রনীল কান্তিময়  
 স্নকুমার মে বাহু-যুগল  
 গাঢ়বন্ধ আলিঙ্গনে  
 যোগাঙ্গনে ক'রেছে পাগল ।  
 প্রাণে সে বাহুগলে  
 শিশু-দৈত্য দশনের রেখা,  
 রক্ত অলঙ্কার নাবো  
 স্পর্শে মথ্য আজো বাবে দেখা ।





### একষষ্টি

নিছানি নবনৌ লাবণি-লহরী  
সে মুখ কমল শোভে ;  
মদন-পিয়াসী গোপবালাকুল  
ধায় যেথা মধু লোভে ।  
আকুল প্রেমের আবেশ-মধুর  
ললিত ভ্রলতা ছুটি  
কপোল-প্রান্তে চপল লীলায়  
নৃত্যে পড়িছে লুটি ।  
উজল মুক্তা জিনিয়া শোভায়  
বিমল দশন-মালা  
ঈষৎ হাস্তে অবলা হৃদয়ে  
বাড়ায় মদন-জ্বালা ।



### বাষষ্টি

হে মধু-কণ্ঠস্থে !  
বিফল এসব রূপ-পরিচয়,  
নাহি কোন প্রয়োজন ;  
নয়নে হেরিয়া যারে,  
উথলি উঠিবে হৃদি-পরিমল,  
সেই সে রসিক জন ।

দেখ, যদি তাঁরে পুরবালা সাথে  
 বিলাস-বিভোর প্রাণে,  
 গ্রাম্য এ সব গোপিনী-বারতা  
 তুলনা তাঁহার কাণে ।  
 স্খা রসে যাঁর মিটিছে পিয়াসা  
 অমিয় মধুর স্বাদে,  
 রসলেশহীন তক্তের তরে  
 তাঁর কি পরাণ কাঁদে ?



### ভৌমভি

যদি কোনদিন গিরি-মল্লিকা  
 সুরভি পরশ লাগি,  
 বন-কোকিলের মধু ঝঙ্কারে  
 স্মৃতিপথে উঠে জাগি  
 অতি পুরাতন বৃন্দাবনের  
 বিজন এ-তট ভূমি,  
 সেই অবসরে মোদের বারতা  
 নিবেদন ক'রো ভূমি ।



পাঁচশত

সে ধীরললিত রসিক নাগরে  
ব'লো তুমি সখা ধীরে,  
ব্রজবাসকালে প্রণয় আবেশে  
সুজলা যমুনাতীরে—  
অতিপ্রিয় জ্ঞানে শত সম্মানে  
যাহারে সেধেছে কত,  
বান্ধবী তার করে নিবেদন  
চরণে হইয়া নত ।



ছেষটি

নব কমলিনী-পল্লব দানে  
শিশুকাল হ'তে ধীরে—  
অতি সযতনে পালন ক'রেছ  
কপিলা যে গাভীটিরে,  
স্তনভারে আজি প্রঠোহী সেই  
আনত-জঘনা প্রিয়,  
বারেক আসিয়া দেখে যেও তার  
রূপশোভা রমণীয় ।



### সাতষড়ি

নীপতরু পাশে

নব-পত্নিনী সেই-সে মাধবীলতা,

ভূমি যারে সখা

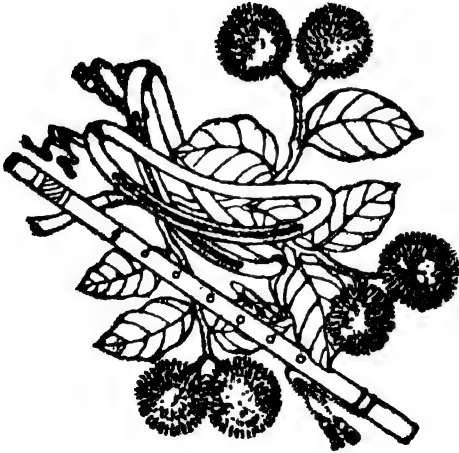
ক'রেছ যত্নে রসালঅঙ্কগতা ,

এখন সে শুধু

কাঁদিছে দুঃখে মধুবর্ষণ ছলে,

তাহারে হেরিয়া

গোপবালাকুল ভাসিছে অশ্রুজলে ।



দেবকীপ্রসূত পুরুষপ্রধান

পরমানন্দ দানে,

গোকুলে জাগাল মঙ্গলগান

যতেক গোপাল প্রাণে ;

গাঙ্গিনী-সূত অক্লুর সেই

উজল বিভবরাশি

মুছে দিয়ে গেল নিঃশেষে সখা,

ক্ষণেকের তরে আসি ।

উনসত্তর

ব'লো তাঁরে সখা তুমি,  
সে কালা বিহনে  
এ-বন বিজনে  
কাঁদিতেছে ব্রজভূমি।  
নানা ভীতি বশে তাই,  
অশুভ ভাবিয়া  
অবলা এ-হিয়া  
শন যাচে হায় !



কুঞ্জ আঙন সব—  
উৎসব বিনে  
ভ'রিয়াছে তৃণে,  
থেমে গেছে কলরব।  
ব্রজবাস পরিসরে—  
প্রান্ত স্তূর  
বেদনা বিধুর,  
হিয়া ছরু ছরু করে।

সত্তর

আজি গোষ্ঠের গুল্মলতায়  
ভরিয়াছে বিষজ্বালা,  
বন-পুষ্পের মধু-সৌরভে  
মুরছয়ে গোপবালা ।  
কৃষ্ণ-বিরহে হলাহল রাশি  
উছলিছে বনে বনে ;  
বল নিষ্ঠুর, কেন ফিরিবে না  
আর এ-রুন্দাবনে ?



একাত্তর

এখন তোমার চরণ-কমল সেবিছে নৃপতিবালা,  
বনবিহারিণী গোপিনীসঙ্গ ভুলিয়াছ তাই কালা !  
স্মরণেতোমারজাগেনা আজিকে সেদিনেরঅভিসার,  
মিলন-আকুল পিয়াসে যেদিন গহন অন্ধকার  
প্রাপ্তগতলে পল্লব-ঘন নিখর বিটপী পাশে—  
উৎসুক নিশি যাপিয়াছ প্রিয় কণ-সঙ্গম আশে ।

### বাহ্যন্তর

তজিয়াছ আজ গোপবালা হবে,  
সে তো দোষ নহে তব ।  
কালিয়া বরণ রূপের এ রীতি  
সহজাত অভিনব ।  
কাকের কুলায়ে কুটিল কোয়েলা  
সবতনে বাঁধে বাসা ;  
বারন মানে না প্রণয় বাঁধনে,  
শিথিলে আপন ভাষা ।



### ভিত্তান্তর

জীবনে তোমার হ'য়ে গেছে সখা  
যে নাটক অভিনয়,  
বিপ্রলস্ত রাসলীলা কেলি  
স্বগভীর রসময় ;  
চিরপরিচিত সে-বারতা প্রিয়  
জানে যে সর্বজন ।  
মুছে গেছে কিণো স্মৃতি হ'তে তব  
সে মধু বৃন্দাবন ?  
অতি প্রিয়ভাষে প্রণয় মোহাগে  
নিবিড় আলিঙ্গনে—  
বেঁধেছিলে যারে, সে-দোনা রাধারে  
আর কি পড়ে না মনে ?





আজিকে তোমার দরশন বিনা  
 কি দশা ঘটেছে হায়,  
 জানাতে তোমারে ওগো অকরণ  
 ভাষা যে আমার নাই ।  
 নিষ্ঠুর দরদী প্রেম অভিনয়ে .  
 ক'রেছিল যারে সার,  
 অতি সামান্য নায়িকা পদব  
 হইল কি সখা তার ?

তোমার কুঞ্জ গৃহখানি সখা --

প্রেম সেচনের দ্রোণী,  
 রতি-স্নানে বেথা গোপবালাদের  
 কাঁপিত জঘন শ্রোণী ।  
 এখন সেথায় শ্যাম-বিরহের  
 দারুণ অশনিপাতে,  
 ক্রন্দন-ভারে ব্রজবালাকুল  
 বুটাইছে আঙিনাতে ।







### ছিন্নাতুর

উদ্বেলিত অশ্রুপ্রাশির  
 উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে হায়,  
 পরাজয়ের বিপুল ঘানি  
 গুম্বরে ওঠে নীল যমুনায় ।  
 সহোদরায় কাতর হেরি  
 কৃতান্ত সে কঠোর-প্রাণ  
 বিরহিণীর আহ্বানে আজ  
 গর্বভরে দেয় না কান ।

### পাঁচাত্তর

যদি সখা তব স্মৃতিপট হ'তে  
 বৃন্দাবনের কথা,  
 মুছে গিয়ে থাকে চিরদিন তরে,  
 না জাগে হৃদয়ে ব্যথা ;  
 মরণ বিনা যে গতি নাই আর  
 দুখিনী রাধার প্রিয়  
 যাপিবে কেমনে কুস্তমগন্ধে  
 দিবস অসহনীয় ।



সাতাত্তর

অরূপ তোমার রূপের নাথুরী  
 বারেক হেরিয়া রাই  
 ঝাঁপায়ে পড়িল পতঙ্গী প্রায়  
 অনলে যাচিয়া ঠাই ;  
 আহুতি দিয়াছে আপনারে সেই  
 অভাগী সরলা বালা ;  
 কে জানিত সখা জীবন ভরিয়া  
 দহিবো গরলজ্বালা !



অকুশলা সেই অবলা রূপসী  
 বোঝে না আপন হিত,  
 হতাশা-বাকুল বিরহেতে তাই  
 জ্বলিতেছে সন্মুচিত ।  
 বাহার লাগিয়া বিধুর অনলে  
 পুড়িতেছে প্রাণমন,  
 তাহারি চিন্তা হৃদয়ে বহিয়া  
 কাঁদিছে সে অমুখন ।



কমলমুখী কনক-প্রভার  
সহসা সেই মুচ্ছা হেরি,  
সজাগ মনে আত্মজনের  
ঘনায় ছায়া আতঙ্কেরি।  
কেও বা ভাবে 'ছুষ্টগ্রহ-  
-দৃষ্টি লাগি অকস্মাৎ  
পুষ্প হ'ল সংজ্ঞা সখীর,  
কিন্মা হ'ল সর্পাঘাত!'

### উন-আশি

নিথর রাতে উতল হাওয়া  
যে স্বর তোলে বাঁশের বনে  
আচম্বিতে দেয় দোলা তার  
বক্ষে স্মৃতির আলোড়নে।  
কাঁপন লাগে কোন অতীতের  
মর্ম্মতলে গভীর ব্যথায়,  
আপনহারা সঙ্গিনী মোর  
অপস্মারে ধুলায় লুটায়।



### আশি

দীর্ঘ বরষ মাস ব'য়ে যায় দরশ না পেয়ে তব,  
অশ্রুত চিন্তা অন্তরে তাই জেগে ওঠে নব নব  
বিশ্বজনের নয়ন-বিলাসী নিচুর মথুরাপতি,  
দূতমুখে তব কুশল-বারতা দিওগো শীঘ্রগতি !



### একশি

চঞ্চল মনে যাপে নিশিদিন  
অচলা প্রেয়সী রাই,  
বিরহ-ব্যাকুলচিত্তে কভু সখী  
সন্ধ্যাসী পাশে ধায় ।  
তোমারি দরশ কামনায় প্রিয়  
পার্কভীকুপা যাচে ।  
ছুটে যায় কভু বিরহ-বিধূরা,  
ওষধিবিদের কাছে ।



### তিরিশি

ঘন-কপূর-উজ্জ্বল-বন

শঙ্কর উমাপতি

গিরি-কন্দরে তব প্রেমরসে

নৃত্যবিভোর অতি ;

অনঙ্গ-রপু মেই মহাদেবে

জপিছে সতত রাধা,

তোমাতে লভিতে ওগো প্রিয়তম

নাহি রহে যেন বাধা ।

### বিরিশি

কুব্জা সমান এ জগতে আর

স্বকৃতি বেলো কার ?

হৃদয়ে তোমার লভিয়াছে তাই

অবারিত অধিকার ।

প্রিয় সখী মোর বহিয়া আনিল

অজানা কি অভিশাপ,

চুলভ হ'ল জীবনে তাহার

ক্ষণিকের রসালাপ !









### পাঁচাশি

“অনুখন মাধব      মাধব সোঙারিতে  
সুন্দরী ভেলি মাধাই ।  
ও নিজ ভাব      স্বভাব হি বিছুরল  
আপন গুণ লুবধাই ।  
রাধা সঞে যব      গুণতহি মাধব  
মাধব সঞে যব রাধা ।  
দারুণ প্রেম      তবহি নাহি টুটত  
বাঢ়ত বিরহক বাধা ।”

### ছন্দাশি

তমালাঙ্কুর বিদলিত রসে  
মোহন-মূরতি শ্যাম  
আঁকিয়াছে সখী আপনার মনে  
বিলোল-উজ্জল ঠাম ;  
সযতনে সেই মূরতিরে ঘিরি,  
বাহুবল্লরি দুটি  
গভীর আবেশে জড়াইছে রাধা ;  
পড়িছে ভূতলে লুটি ।





### ছেত্মাশি

শত সস্তাপ বিরহ-আওনে  
ক্ষেপন ক'রেছ হায়,  
তবুও মে রাধা অনুদিন তব  
লীলা সাধিবারে চায় ।  
কুলিশ-কঠোর হেরিয়া তোমায়  
কুহুম-কোমলা প্রিয়া,  
পাষণ ক'রেছে তনুমন ওগো  
মরণ-প্রলেপ দিয়া ।



### সাতাশি

সমাধি-নিরত যোগিগণ প্রভু  
পায় তব দরশন,  
শুনি সে বারতা বিরহিনী রাই  
রচে কভু যোগাসন ।  
নয়ন গোচর হয় যদি শ্যাম  
সাধিলে কঠোর ব্রত,  
প্রণয়-ব্যাকুলা সযতনে তাই  
সাধিতেছে অবিরত ।

### অষ্টাংশি

যমুনার জলে বিকশিত নীল নলিনী-পলাশ সম,  
অঙ্গে অঙ্গে জড়ায়ে তোমার কান্তি যে নিরুপম ;  
বৃন্দাবনের সুরত-তরুণ নন্দ-ভুলাল কালা,  
তোমার স্মৃতির বেদনা বহিয়া কাঁদিতেছে গোপবান্ধা।



### উন্নতকবিতা

নিয়ত তোমার বিরহ তাপিত  
স্বকুমার মৃগ-প্রাণ,  
কেমনে দয়িত সহিবে বল না  
শাগিত মদনবাণ ?  
হয়ত চকিতে ক্ষীণ সে তনুর  
স্পন্দন যাবে থামি,  
চিরদিন তরে সেই রাধা নাম  
মুছে যাবে ওগো স্বামি !

### নব্বই

মদন-বিজয়ী উমাপতি যেই

অনল-নয়নপাতে—

নিমেষে ভস্ম ক'রেছিল সখা,

লঘুচিত রতিনাথে,

চন্দ্রশেখর রজত-ধবল

পয়-ফেনরাশি সম,

উজল সে-রূপে সঁপিয়া চিত্ত

প্রিয় বান্ধবী মম

মদনে করিলে চিরতরে জয় ;

তোমাতে পারিল কই ?

নিঠুর কুতুকি, লীলানলে তব

পুড়িয়া মরিল মই ।



### একানব্বই

গোপিনীগণের গোপন বারুতা

তুমি জান যত্নপতি,

তবু কেন প্রিয় রচিয়াছ এই

শৃগভীর মায়া অতি

সখা-উদ্ধবে পাঠাইলে ব্রজে

শূনাতে যে নীতিকথা,

প্রথর আগুনে দ্বতাহতি সহ

বাড়াইল মনোব্যথা ।





বিরানববই

বৃহস্পতি-শিষ্য উধব

মন্ত্রী আজি যদুভূমের,

কঠোর-মনা যমুনা-সই

ভগ্নী সখা নিঠুর যমের ।

সে রাজপুরে কে আর বল

পরিজ্ঞাত মোদের আছে,

যাহার মুখে এ-দুর্দশার

বার্তা দিব তোমার কাছে ?

বিরানববই

তোমার লাগিয়া বিরহিনী প্রিয়া

শঙ্কা-জড়িত মনে,

ব'য়ে স্মৃতি রেখা ফিরিয়াছে একা

গহন গভীর বনে ।

কনক-উজল সে-তনু কোমল

আজি ককাল সার ;

লালা রস-তানে কানন-বিতানে

ওঠে নাঃকো ঝঙ্কার ।

শ্মিত আঁখিপাতে রতিমদিরাতে  
ঝলিত যে-মুছ হাসি,  
আজি হতাশায় ভরিয়াছে তায়  
মলিন কালিমারশি ।  
ওগো নটরাজ, বলো কিবা কাজ  
অতুল বিভবস্থখে ?  
পরশে তোমার প্রাণ সঞ্চার  
হবে যে রাধার বুকে ।





### পঁজানব্বই

প্রতিকার তার বিফল জানিয়া

ক্লান্ত হ'য়েছে সবে,

বিদলিত-তনু মদন-প্রকোপে

বল গো কেমন রবে ?

শুধু তব সখী 'আশা' সহচরী

শীর্ণ সে সরোবরে—

কুবলয় সম জেগে আছে সখা

প্রথর রবির করে ।

### চুন্নানব্বই

এতদিন শুধু রাখিয়াছি প্রাণ

তব দরশন আশে

হয়ত নিষ্ঠুর আসিবে ফিরিয়া

পুনরায় ব্রজবাসে !

আজি শুকায়েছে সে-আশা মুকুল

আমের মুকুল হেরি ;

অতীত হ'য়েছে সে দিবস সখা,

আর যে সহে না দেরি ।





### ছিন্নানবদই

হে রাসরসিক, বুঝি না তোমার  
 গহন প্রেমের রীতি  
 না-জানি কেমন সিঞ্চিয়া নব  
 অনুরাগ নিতি নিতি  
 কমলা-হৃদয় ক'রেছিলে জয়,  
 হে নিষ্ঠুর-চূড়ামণি !  
 আজি কি নিমেষে হইল উজাড়  
 অতুল সে-প্রেম খনি ?  
 সোনার প্রতিমা হয়েছে মলিন  
 বিলীন বিবশ-প্রায়,  
 মনে হয় যেন সে-ক্ষীণ তনুতে  
 জীবন-প্রবাহ নাই ।



রাখা বিলাপ

আতানব্বই

এই ব্রজভূমে                      সে মধু-মাধব  
 প্রেমধারা বরিষণে,  
 ভেঙেছিল মোর                      ধর্মের কারা  
 প্রবল আকর্ষণে ।  
 নারী জীবনের                      যা কিছু অজ্ঞেয়  
 সব ডালি দিনু পায় ;  
 আজি নিবে' গেল                      সে-প্রেম-প্রদীপ  
 নিদারুণ হতাশায় ।  
 ক্ষণকাল তরে                      এ প্রাণ রাখিতে  
 সরম লাগে যে মনে,  
 কমলিনী রাই                      কাঙালিনী সখি  
 এ বৃন্দাবনে !

সাতানব্বই  
 মুদিয়া নয়ন পাগলিনী রাই  
 দিবানিশি অবিরত,  
 আপনার মনে মানস-অতীত  
 বিলাপ করে যে কত ;  
 ভুবনে তাহার অর্থ খুঁজিয়া  
 পাবে না কেহই প্রিয় !  
 প্রলাপ সে নয়, তবু-যে ভাষায়  
 নহে তা বর্ণনীয় ।  
 কদাচিৎ সখী কল্যাণময়ী  
 ভ্রাস্তি বিলাপ বশে,  
 জানায় যে-ব্যথা তিতিয়া হৃদয়  
 করুণ উদাস রসে,  
 শুন সে বারতা নিঠুর দরদী  
 নিবেদি' তোমার কাছে ;  
 বলো প্রিয়তম, এ হেন পাষণ  
 আর কে জগতে আছে ?





ସଫଳତା ଓ ଫଳ

ସଫଳତା ଓ ଫଳ

ସଫଳତା ଓ ଫଳ





### নিব্বানব্রহ্ম

ছায়া-স্বনিবিড় কুঞ্জবীথিকা কদম-তমাল বন,  
সেদিনের মত আর ত করে না আমোদ বিভোর মন !  
গোপন-বিহার সঙ্কেত ব'য়ে বাজে না সেথায় বাঁশী,  
ঘনপল্লবে স্মৃতির বেদনা দোলে যেন রাশি রাশি ।



বলে—

### একশো

কেমনে জানাব বল না আমায়  
প্রিয়-বান্ধবী মোর !  
যদি বলি তারে—‘ভালবানি তোমা  
হে মোর চিন্তাচোর,’  
অতিলঘু জ্ঞানে নিচুর সে-কাল।  
করিবে আমায় হেলা ।  
ডাকিলে তাহারে বারেকের তরে  
জীবন-সঙ্ক্যা-বেলা,  
লুপ্ত হবে-যে প্রেমগৌরব  
চিরদিন তরে তায় ;  
নিবেদনে সখি রতিব্যাকুলতা  
যদিগো প্রকাশ পায় !





একশো-এক

স্মৃতিপট হ'তে তার  
 মুছে গেছে সখি সেদিনের কথা,  
 সে-গোপন অভিভার ।  
 কুঞ্জ কুটীর-দ্বারে,  
 শত অভিমানে নিরাশ ক'রেছি  
 মিলন-পিয়াসী তারে ।  
 গিরি-কন্দরে একা,  
 লুকায়ে রয়েছি কোঁতুক ভরে,  
 শ্যামেরে না দিয়া দেখা ;  
 অঙ্গগন্ধ পেয়ে—  
 না-জানি কেমনে ধরিত আশায়  
 বিজন সে পথ-ধেয়ে ।  
 সখীগণ মাঝে মোরে  
 বিপুল আবেগে জড়াইত বুকে  
 প্রণয়-আবেশ ঘোরে ।

একশো-দুই

কবে সে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে  
 অক্ষুট বেণুগানে,  
 প্রথর তৃষ্ণা জাগাবে আবার  
 ক্রিষ্ট বিধুর প্রাণে ?  
 চপল নেত্র দরশনে যার  
 ভুলে যাই আপনারে,  
 নিষ্ঠুর নট সে কালারে কিগো  
 হেরিব কুঞ্জ দ্বারে ?



### একশো-তিন

বিরহ আগুনে জ্বলে মরি সই  
সহিতে না পারি আর ;  
করিব কি বল ? এ যে যাতনার  
সীমাহীন পারাবার ।  
চরণে তোমার জানাতেছি নতি  
স্বস্থি মরম-পিয়া,  
কর গো উপায় যাহে ক্ষণকাল  
ধৈর্য মানিবে হিয়া ।



### একশো-চার

আমায় ছেড়ে বৃষ্টিপুরে  
থাক্ স্থখে সে নিচুর কালা,  
নেইক সখি দুঃখ তাতে  
মরণে মোর মিটবে জ্বালা ।  
কিন্তু মোরে সপ্ন মাঝে  
ছল করে সে কেন গো সই !  
বলতে পার, ক্লিষ্ট চিতে  
সে দুখ স'য়ে কেমনে রই ?





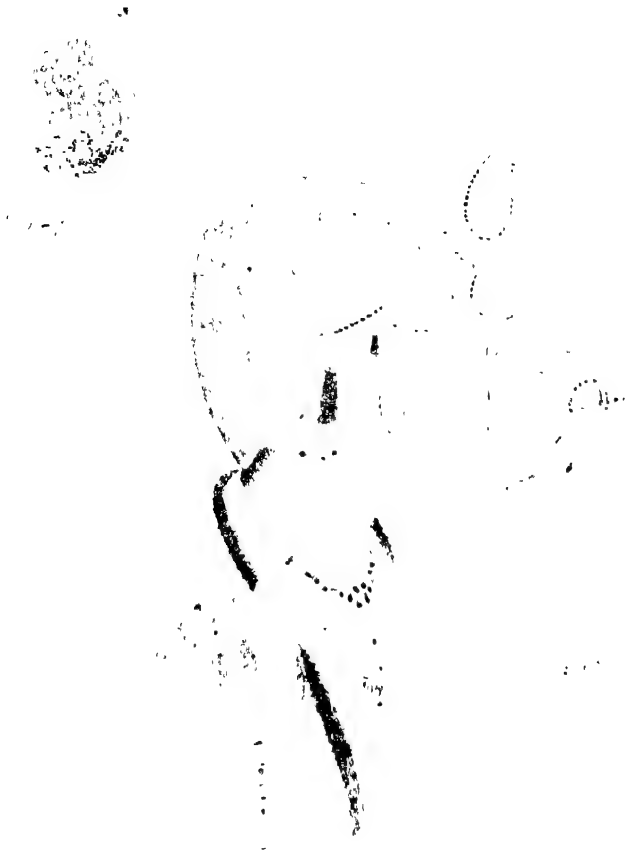
### একশো-ছয়

স্বপ্নের কথা দূরে থাক সই  
জাগরণ দশা শোন  
চিত-বিভ্রম মনে করে তুমি  
অলীক ভেব না কোন ।  
কৌতুক বশে সতত মাধব  
শৈল-বিপিনে আসি  
উন্মনা করে প্রণয়কলহে,  
চপল ছন্দে হাসি ।

### একশো-পাঁচ

মথুরাবিলাসী শঠ দয়িতের  
অনুচিত ব্যবহার  
হৃদয়ে আমার দেয় যে বেদনা  
নিশিদিন অনিবার ।  
বারন করিও তাহারে গো সখি,  
স্বপন বিহারে হেন  
অবলা রাধার নৌবির বাঁধন  
মোচন করে না যেন







### একশো-সাত

অভিমান ভরে গিয়াছি ছুটিয়া  
ঘন কান্তার বনে,  
জানিয়াছে সখা পথ-সন্ধান  
নৃপুর গুঞ্জরণে ;  
আমারে ধরিতে আসিয়াছে প্রিয়  
প্রেম-বিহ্বল চিতে.  
সাধের বাঁশরী লুটায়েছে ভূমে  
কখন অলক্ষিতে ।  
হরষ-উজ্জল বিলোল নয়নে  
চেয়ে মোর মুখপানে,  
বিনোদ-লীলার রস-উৎসব  
জাগায়েছে সখি প্রাণে ।



### একশো-আট

পুষ্পিত-লতামণ্ডপে মোর  
চেলির আঁচল যবে,  
কণ্টকচয়ে হয়েছে বিদ্ধ,  
কেঁদেছি আকুল রবে ;  
কৌতুক-লোভী বান্ধব তব  
প্রণয়-পরশ আশে,  
বিশ্ব অধর বাড়ায়ে নীরবে  
বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ।





### একশো-দশ

হয়ত কখন মাধবী কুঞ্জে  
রয়েছি অন্তমনে,  
শঠচূড়ামণি ধ্বংস মাধব  
রভসে সঙ্কোপনে  
বেঁধেছে আমার নয়ন সহসা  
চারু পল্লব-করে ;  
চকিতে আবার লুকায়েছে বনে  
প্রেম-কৌতুক ভরে ।

### একশো-নব্ব

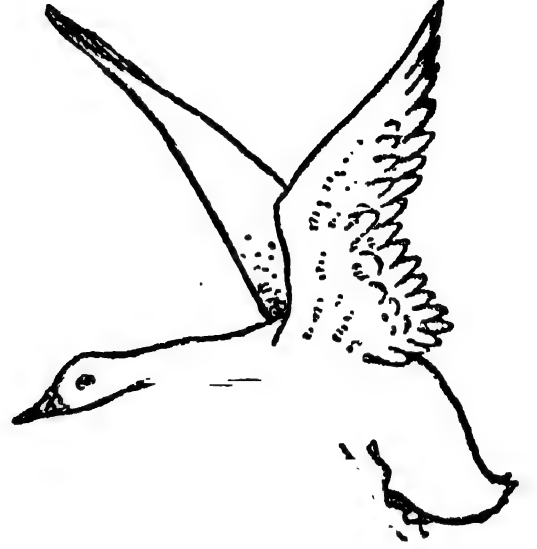
ঘনকুন্তল-কবরীর মাঝে  
বেণুটি লুকায়ে তার,  
ছল ক'রে সখি চলে গেছি দূরে  
মুখটি করিয়া ভার ;  
চতুর সে-চোর লীলাবেশে মোর  
খুলিয়া চিকুররাশি,  
গিরি-কন্দরে লাস্ত্রিত করি'  
ফিরায়ে নিয়েছে বাঁশি ।



একশো-এগার

কবে শারদ জোছনা রাতে—  
 অলি গুঞ্জিত কদমের বনে,  
 প্রণয় কলহে শত আলাপনে  
 ভরিবে চিত্ত চঞ্চল মদিরাতে ?  
 সখি, আকুল ছুবাছ-পাশে—  
 নিবিড় বাঁধনে জড়াইয়া বৃকে,  
 রতি রঞ্জিত পরশন-স্বখে,  
 বিরহ ক্লান্তি মুছাইব মুছভাবে ?

ইতি রাধা বিলাপ



হংসের প্রতি ললিতা

একশো-বার

গোকুল-বারতা বহিয়া যতনে  
 অঙ্গভূষণ সম,  
 সে-পাদপদ্মে ক'রো নিবেদন  
 বন্ধু-হে প্রিয়তম ।  
 পরিজনে তাঁর জানাইও শ্রীতি  
 বিনয় বচনে অতি,  
 কৃষ্ণপ্রেমের পরিবেশ পেয়ে  
 তারা যে ভাগ্যবতী ।

# দীপিকা.

অমর্য—	অক্ষমা ; অসহিষ্ণুতা ; রাগ বা দুঃখজনিত অধৈর্য্য ।
বীক্ষ্যলোক—	দৃশ্যলোক ; দৃষ্টিপথ ।
তপনবালা—	সূর্য্যকন্ঠা যমুনা । যম ও যমুনা—যমজ ভাইবোন ।
রুক্ষিপূর—রুক্ষিণগর—	মথুরা ; মধুবন ; শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ।
মল্লী—	মালতী লতা ।
রহঃকোড়া—	বিজ্ঞান লীলা ; গোপন রসবিলাস বা নিগূঢ় রহস্য উপভোগ !
চিত্তরস—	প্রেম ; কাম ।
অরিষ্টেরি অস্থিশির—	অরিষ্ট নামক বিশালকায় দৈত্যের মাথার খুলি ।
ভাণ্ডীর—	ভাণ্ডীর বন ; বটগাছ ।
হংসরথী—	ব্রহ্মা ।
পুষ্পধনু—	মদন ; কামদেব ।
রুক্ষিগণ—	যদুবংশীয়গণ ।
রভস—	হর্ষ ; আনন্দ ; আমোদ ; বেগ ।
কফোণি—	কণুই ; বাহুর মধ্যগ্রন্থি ।
প্রঠোহী—	প্রঠোহী-প্রথম গর্ভিণী ; যে বালা নূতন গর্ভবতী হইয়াছে ।
জঘন—	উদরের নিম্নে দুই উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থান ।
ইন্দ্রনীল—	নীলকান্তমণি ; রত্ন বিশেষ ।
কেশি-দৈত্য দশনের রেখা—	কেশি-দৈত্য কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । যুদ্ধকালে কৃষ্ণের বাহুমূলে দৈত্য দংশন করিয়াছিল ; সেই দাগ স্পর্শ দেখা যাইত ।
বিপ্রলম্ব—	বঞ্চনা ; প্রেমকলহ ; ছলনা-রহস্য ।
দ্রোণী—	ডোঙ্গা ; ছুনি ; জল সেচনের যন্ত্র বিশেষ ।
শ্রোণী—	নিতম্ব ।
বিষ্ণুবাহন—	গরুড় ।
‘সেই নাভি হ’তে ধীরে, শ্বেত শতদল হ’ল বিকশিত বিশ্বপিতারে ঘিরে’—	
প্রলয়ের পর নারায়ণ যখন অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে একটি শ্বেত শতদল বিকশিত হয়, এবং এই শতদল মধ্যে ব্রহ্মা জন্মলাভ করেন ।	



## হংসদ্বতম্

দ্বকুলং বিভ্রাণো দলিতহরিতাল-দ্যুতিহরং  
জবাপুষ্প-শ্রেণীকুচি-কুচিরপাদাযুজতলঃ ।  
তমালশ্যামাঙ্গে দরহসিতলীলাক্ষিতঃ মুখঃ  
পরামন্দাভোগঃ স্মরতু হৃদি মে কোহপি পুরুষঃ ॥১॥

যদা যাতো গোপীহৃদয়-মদনো নন্দসদনা-  
শুক্লন্দো গাক্ষিত্যাস্তনয়মম্ববিক্ষম্মধুপুরীম্  
তদামাজ্জকীচ্চিস্ত্যাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ে  
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিনী ॥২॥

কদাচিৎ খেদাগ্নিঃ বিঘটয়িতুমন্তুর্গতমসৌ,  
সহালীভিলেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্ ।  
চিরাদস্তাশ্চিৎপং পারিচিতকুটীরাবলোকনা  
দবস্থা তস্তার স্কুটমথ সুযুপ্তেঃ প্রিয়সখী ॥৩॥

তদা নিষ্পন্দাঙ্গী কলিতনলিনীপল্লবকুলৈঃ,  
পরীণাহাং প্রেমামকুলশতশঙ্কিহৃদয়েঃ ।  
দৃগ্-স্তোমস্তুরীকৃতমিহিরপুল্লীলহরিভি-  
বিলীনা ধূলীনামুপরি পরিবত্রে পরিজনৈঃ ॥৪॥

ততস্তাং শ্যস্তাঙ্গীমুরসি ললিতায়াঃ কমলিনী-  
পলাশৈঃ কালিন্দীসলিলশিশিরৈর্বীজিত তন্মুম্ ।  
পরায়ত্ত্বাসাক্ষরকলিতকণ্ঠিঃ কলয়তাং,  
সখীসন্দোহানাং প্রমদভরশালী ধ্বনিরভূৎ ॥৫॥

নিধায়াঙ্কে পঙ্কেরুহদলবিটঙ্কশ্য ললিতা,  
ততো রাধাং নীরাহরণসরণো হ্যস্ত চরণৌ ।  
মিলন্তঃ কালিন্দীপুলিনভূবি খেলাক্ষিতগতিং  
দদর্শাণ্ড্রে কণ্ঠমধুরবিরুতং শ্বেতগরুতম্ ॥৬॥

তদালোকস্তোকোচ্ছসিতহৃদয়া সাদরমসৌ,  
প্রণামং শংসন্তী লঘু লঘু সামাসাত্ত সবিধিম্ ।  
ধ্বতোৎকণ্ঠা সছো হরিসদসি সন্দেশহরণে,  
বরং দূতং মেনে তমতিললিতং হস্ত ললিতা ॥৭॥

অমর্ষাৎ প্রেমের্ষাং সপদি দধতী কংসদমনে,  
প্রবৃত্তা হংসায় স্বমভিলষিতং শংসিতুমসৌ ।  
ন তস্তা দৌষোহয়ং যদিহ বিহগং প্রাথিতবতী  
ন কস্মিন্ বিভ্রান্তং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা ॥৮॥

পবিত্রেষু প্রায়ে বিরচয়সি তোয়েষু বসতিং,  
প্রমোদং নালীকে বহসি বিশদাত্মা স্বয়মসি ।  
ততোহহং দুঃখার্থা শরণমবলা স্বাং গতবতী,  
ন ভিক্ষা সংপক্ষে ব্রজতি হি কদাচিদ্ধিকলতাম্ ॥৯॥

চিরং বিশ্বিত্যাস্মান্ বিরহদহনজ্বালবিকলাং,  
কলাবান্ সানন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুং ।  
তদেতং সন্দেশং স্বমনসি সমারোগ্য নিখিলং  
ভবান্ ক্ষিপ্রং তস্য শ্রবণপদবীং সঙ্গময়তু ॥১০॥

নিরন্তপ্রত্যাহং ভবতু ভবতো বজ্রনি শিবং  
সমুত্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রং মনসি মুদমাধায় সদয়ম্ ।  
অধস্তাদ্ধাবস্তো লঘু লঘু সমুত্তাননয়নৈ-  
র্ভবন্তং বীক্ষন্তাং কুতুকতরলা গোপশিশবঃ ॥১১॥

কিশোরোত্তং সোহসৌ কঠিনমতিনা দানপতিনা  
যয়া নিহো তূর্ণং পশুপ-রমণী-জীবিতপতিঃ ।  
তয়া গম্ভব্যা তে নিখিলজগদেকপ্রথিতয়া  
পদব্যা ভব্যানাং তিলক কিল দাসাইনগরী ॥১২॥

গলচ্ছাপ্পাসারপ্লুতধবলগণ্ডা মৃগদৃশো  
বিদ্যুন্তে যত্র প্রবলমদনাবেশবিবশাঃ ।  
হুয়া বিজ্ঞাবত্যা হরিচরণসঙ্গ প্রণয়িনে  
ধ্রুবাং সা চক্রাঙ্কী রতিসখশতাক্ষশ্য পদবী ॥১৩॥

পিবন্ জম্বুশ্যামং মিহিরহুহিতুর্বারি মধুরং  
মৃগালীর্ভূজানো হিমকরণাকোনলরুচঃ ।  
ক্ষণং হৃষ্টতিষ্ঠন্ নিবিড়বিটপে শাখিনি সখে,  
সুখেন প্রস্থানং রচয়তু ভবান্ বৃক্ষিনগরে ॥১৪॥

বলাদাক্রন্দন্তী রথপথিকমকুরমিলিতং  
বিদূরাদাভীরীততিমমুঘায়ৌ যেন রমণম্ ।  
তমাদৌ পস্থানং রচয় চরিতার্থা ভবতু তে  
বিরাজন্তী সর্বোপরি পরমহংসস্থিতিরিয়ম্ ॥১৫॥

অকস্মাদস্মাকং হরিরপহরন্নং শুকভবম্  
যমাক্রান্তো গুঢ়প্রণয়লহরীঃ কন্দলয়িতুম্ ।  
তব শ্রাস্তশ্রাস্তঃস্থগিতরবিবিস্বঃ কিসলয়ৈঃ  
কদম্বঃ কাদম্ব । হরিতমবলম্বঃ স ভবিতা ॥১৬॥

কিরন্তী লাবণ্যং দিশি দিশি শিখণ্ডে স্তবকিনী  
দধানা সাধীযঃ কনকবিমলছোতিবসনম্ ।  
তমালশ্যামাক্ষঃ সরলমূরলীচুস্থিতমুখঃ  
জগৌচিৎ যত্র প্রকটপরমানন্দলহরী ॥১৭॥

তয়া ভূয়ঃ ক্রৌড়ারভস বিকসল্লরবধু  
র্বপূর্বলী ভ্রাশ্চল্যং গমদকণ্ঠামলিকয়া ।  
বিধাতব্যো হল্লীসকদলিতমল্লীলতিকয়া  
সমস্তাঙ্কল্লাসস্তব মনসি রাসস্থলিকয়া ॥১৮॥

তদন্তে বাসন্তী বিরচিতমনজ্ঞোৎসবকলা  
চতুঃশালং শৌরেঃ ক্ষুরতি ন দৃশৌ তত্র বিকিরেঃ  
তদালোকোদ্ভেদ প্রমদভরবিস্মারিত-গতি  
ক্রিয়ে জ্ঞাতে তাবদ্বয়ি বত হতা গোপবনিতা ॥১৯॥

মম শ্রাদর্থানাং ক্ষতিরিহ বিলম্বাদ্ যদপি তে  
বিলোকেথাঃ সর্বং তদপি হরিকেলিস্থলমিদং  
তবেয়ং ন ব্যর্থী ভবতু শুচিতা কঃ সহি সখে ।  
গুণো যশ্চানুরদ্ধিষি মতিনিবেশায় ন ভবেৎ ॥২০॥

সকৃৎশীনাদশ্রবণমলিতাভীরবনিতা  
রহঃক্রৌড়াসাক্ষী প্রতিপদলতাসঙ্গমুভগঃ ।  
স ধেনুনাং বন্ধুর্মধুমথনখট্টায়িতশিলঃ  
করিষ্যত্যানন্দং সপদি তব গোবর্দ্ধনগিরিঃ ॥২১॥

ভবেবাক্রিৎ চক্রাঙ্কিতকরপরিষঙ্গরসিকং  
মহৌচক্রে শঙ্কেমহি শিখরিণাং শেখরতয়া

অরাতিং জ্ঞাতীনাং নমু হরিহরং যঃ পরিভবন্  
যথার্থং স্বংনাম ব্যথিত ভুবি গোবর্দ্ধন ইতি ॥২২॥

তমালশ্যালোকাদ্ গিরিপরিসরে সন্তি চপলাঃ  
পুলিন্দ্যো গোবিন্দস্মরণরভসোত্তপ্তবপুযঃ ।  
শনৈস্তাপং তাঙ্গাং ক্ষণমপনয়ম্ যাস্ততি ভবা-  
নবশ্যং কালিন্দীসলিলশিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ ॥২৩॥

তদন্তে শ্রীকান্তস্মরসমরবাটী পুলকিতা  
কদম্বানাং বাটী রসিকপরিপাটী ক্ষুটয়তি ।  
ত্বমাসীনস্তশ্যং ন যদি পরিতো নন্দসি ততো  
বভূব ব্যর্থ তে ঘনরসনিবেশ ব্যসনিতা ॥২৪॥

শরমেঘশ্রেণী প্রতিভটমরিষ্ঠাসুরশির-  
শ্চিরং শুষ্কং বৃন্দাবনপরিসরে ত্রক্ষ্যতি ভবান্ ।  
যদারোঢ়ুং দ্রাশ্মিলতি কিল কৈলাসশিখরি-  
ভ্রমাক্রান্তশ্যস্তো গিরিশ-সুহৃদঃ কিঙ্করগণঃ ॥২৫॥

রুবন্ যাতি স্মৈরং চরমদশয়া চুস্থিতকটো  
নিতস্থিতো বৃন্দাবনভূবি সখে সন্তি বহবঃ ।  
পরাবন্তিগ্ধ্যস্তে তুলিতমূরজিঙ্গুপূররবাং  
তব ধ্বনাং তাঙ্গাং বহিরপি গতা ক্ষিপ্ৰমসবঃ ॥২৬॥

ত্বমাসীনঃ শাখাস্তরমিলিতচণ্ডিষি সুখং  
দধীধা ভাণ্ডীরে ক্ষণমপি ঘনশ্যামলকটো ।  
ততো হংসং বিভ্রম্মিখিলনভসশ্চিক্রমিষয়া  
স বর্দ্ধিষুঃ বিষ্ণুং কলিতদরচক্রেং তুলয়িতা ॥২৭॥

ত্বমষ্টাভিনে ত্রৈবিগলদমলপ্রেমসলিলৈ-  
মুহুঃ সিক্তস্তম্বৈঃ চতুর চতুরাস্তস্থিতভুবম্ ।  
জিহীর্ষা বিখ্যাতাং ক্ষুটমিহ ভবদ্বাক্ষবরথ,  
প্রবিষ্টং মংস্তান্তে বিহিম্বদেবদেবস্তয়ি গতে ॥২৮॥

উদধল্লেক্রান্তঃ প্রসর লহরী পিচ্ছিল পদ-(১)  
শ্বলং পাদদ্যাস প্রণিহিত বিলম্বাকুলধিয়ঃ ।

হরৌ যস্মিন্মন্দে (২) ঝরিত যমুনাকূল গমন-  
স্পৃহাক্ষিপ্তাগোপোযযরমুপদং কামপিদিশম্ (৩) ॥২৯॥

মুহুর্গাশ্রক্ৰীড়াশ্রমদমিল দাহো পুরুষিকা,  
বিকাশেন ভ্রষ্টে: ফণিমণিকূলধূমলরুচৌ ।  
পুরস্তম্মিন্নীপক্রমকুসুমকিঙ্করশুরভৌ  
ঝয়া পুণ্যে পেয়ং মধুরমুদকম্ কালিয়হুদে ॥৩০॥

তৃণাবর্তারাতেবিরহদবসস্তাপিততনো: ।  
সদাভীরুবন্দ প্রণয়বহমানোন্নতিবিদং ।  
(৪) বিধাতব্যো নব্যস্তবকভরসংবদ্ধিত-শুভ-  
স্বয়া বন্দাদেব্যো: পরমবিনয়াদ্বন্দনবিধি: ॥৩১॥

ইতি ক্রাস্তা কেকাকৃতবিরতিমেকাদশবনৌ  
ঘনীভূতং চূতৈত্রজমধুবনং দ্বাদশমিদং ।  
পুরী যস্মিনাস্তে যত্নকুলভূবাং নির্মল যশো  
ভরাণাং ধারাভিধিবলিত ধরিত্রী পরিসরা ॥৩২॥

নিকেতৈরাকৌর্ণা গিরিশগিরিভিস্ত প্রতিভটে-  
রবষ্টস্তস্তাবলি বিলসিতৈ: পুষ্পিতবনা ।  
নিবিষ্টা কালিন্দীতটভূবি তবাধাস্ততি সখে !  
সমস্তাদানন্দং মধুরজলবন্দা মধুপুরী ॥৩৩॥

বৃষ: শস্তোর্থশ্রাং দশতি নবমেকত্র যবসং  
বিরিঞ্ঝেরশ্মিন্ গিলতি (৫) কলহংসো বিলসতাম্ ।  
কচিং ক্রৌঞ্চারাতে: কবলয়তি কেকৌ বিষধরং  
বিলীড়ে শল্লক্যা বলরিপুকরৌ পল্লবমিত: ॥৩৪॥

অবোধিষ্ঠা: কায়ান্ন হি বিচলিতাং প্রচ্ছদপটীং  
বিমুক্তামজ্জাসৌ পথি পথি ন মুক্তাবলিমপি ।  
অয়ি ত্রীগোবিন্দস্বরগমদিরামন্তহুদয়ে,  
সতীতি খ্যাতিং তে হসতি কুলটানাং কুলমিদং ॥৩৫॥

অসন্যং বিভ্রাণা পদমধুতলাক্ষারসমসৌ  
প্রয়াতোহহং মুঞ্জে বিরম মম বৈশে: কিমধুনা ।  
অমন্দাদাশঙ্কে সখি পুরপুরজ্ঞী কলকলা-  
দলিন্দাগ্রে বন্দাবনকুসুমধ্বা বিজয়তে ॥৩৬॥

অয়ং লীলাপাঙ্গস্পিত পুরবীথী পরিসরো-  
নবাশোকোত্তংসচ্চলতি পুরত: কংসবিজয়ী !  
কিমস্মানেতস্মান্নগিভবন পৃষ্ঠাদ্বিহুদতী  
হমেকা স্তবাক্ষী যুগয়সি গবাক্ষাবলিমপি ॥৩৭॥

মূচ্ছ: শ্রুতাং দৃষ্টিং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা  
শৃণোসি প্রত্যক্ষং নবপরিজনজ্ঞাপনশতম্ ।  
তত: শঙ্কে পঙ্কেহমুখি, যযৌ শ্রামলরুচি:  
স যুনামুত্তংসস্তব নয়নবীথীপথিকতাম ॥৩৮॥

বিলজ্জং মারোদীরিহ সখি পুনর্যাস্ততি হরি-  
স্তবাপাঙ্গক্ৰীড়ানিবিড়পরিচর্যাগ্রহিণতাম্ ।  
ইতিতৈস্বরং যস্তাং পথি পথি মুরারেরভিনব-  
প্রবেশে নারীগাং রতিরভসজল্লা ববুধিরে ॥৩৯॥

সখে সাক্ষাদ্দামোদরবদনচন্দ্রাবলোকন-  
স্মুরং-প্রেমানন্দ প্রকরলহরীচুস্বিতধিয়ং ।  
মুহুস্তত্রাভীরীসমুদয় শিরোগুস্তবিপদ-  
স্তবাক্ষোরানন্দং বিদধতি পুরা পৌরবনিতা: ॥৪০॥

অথ ক্রামংক্রামং ক্রমঘটনয়া সঙ্কটতরা-  
ম্নিবাসান্ বৃক্ষীণামমুসর পুরীমধ্যবসিতাম্ ।  
মুরারাতেষত্র স্থগিতগগনাভিবিজয়তে-  
পতাকাভি: সস্তৃপিত ভবনমস্ত:পুরবরম্ ॥৪১॥

যত্নসঙ্গে তুঙ্গফটিকরচিতা: সস্তিপরিতো  
মরলা মাণিক্যপ্রকরঘটিতত্রোটিচরণা: ।  
সুহৃদবৃক্ষা হংসা: কলিতমধুরস্তাসুজভূব:  
সমর্যাদাং যেযাং সপদি পরিচর্যাং বিদধতি ॥৪২॥

চিরান্মৃগ্যাস্তীনাং পশুপরমনীনামপি কুলে-  
রলকং কালিন্দীপুলিনবিপিনে লীনমভিত: ।  
মদালোকোল্লাসিস্মিতপরিচিতিস্রাং প্রিয়সখি  
স্মুরন্তং বীক্ষিষ্যে পুনরপি কিমগ্রে মুরভিদম্ ॥৪৩॥

( যুগলম্ )

বিষাদং বা কৰ্ম্মীর্দ্ধতমবিতথব্যাহতিরসৌ  
সমাগস্তা রাধে ধ্বতনবশিষশুস্তব সখা ।

ইতি ক্রতে যন্তাং শুকমিথুনমিত্রাশুজকৃতে  
যদাভীরূবৈরুপস্বতমভূত্বকরকরে ॥৪৪॥

ঘনশ্যামা ভ্রাম্যতুপরি হরিহর্ষশ্চ শিখিভিঃ  
কৃতস্তোত্রা মুদৈরগুরুরচিতা ধুমলতিকা ।

তদালোকাদ্বীর ক্ষুরিত তর চেগ্নানসরুচি-  
জ্জিতং তহি শৈবরং জলসহনিবাস প্রিয়তমা ॥৪৫॥

ততো মধ্যে কক্ষং প্রতি নবগবাক্ষস্তবকিনং  
চলনুজ্ঞালস্বক্ষুরিতমমল স্তম্ভনিবহম্ ।

ভবান্ জষ্টা হেমোল্লিখিতদশমক্ষকচরিতো-  
ল্লসন্তিস্তিপ্রাস্তং মুরবিজয়িনঃ কেলিনিলয়ম্ ॥৪৬॥

নিবিষ্টঃ পল্যক্কে মূহলতরতুলীধবলিতে  
ত্রিলোকীলক্ষ্মীণাং ককুদি দরসাতীকৃততল্লুং ।

অমন্দং পূর্ণেন্দুপ্রতিমমুপধানং প্রমুদিতো  
নিধায়াগ্রে তস্মিন্নুপহিতকর্ণাণিহয়ভরঃ ॥৪৭॥

( বৃক্ষক্ )

উদকংকালিন্দীসলিলসুভগস্তাবুকরুচিঃ  
কপোলোন্তে প্রেঙ্ঘনমিকরমুদ্রামধুরিমা ।  
বসানঃ কৌষেয়ং জিতকনকলক্ষ্মীপরিমলং  
মুকুন্দস্তে সাক্ষাৎপ্রমদস্বয়য়া সেক্ষ্যতি দৃশৌ ॥৪৮॥

অলিন্দে যন্তাস্তে মরকতময়ী যষ্টিরমলা  
শয়ালুর্ঘ্যাং রাত্রৌ মদকলকলাপী কলয়তি  
নিরাতঙ্কস্তন্তাঃ শিখরমধিরুহা শ্রমমুদং  
প্রতীক্ষেথা ভ্রাতব্রমবসরং যাদবপতেঃ ॥৪৯॥

বিক্রফঃ পৌরাণীরখিল কুলবৃদ্ধো যত্নপতে-  
রদূরাদাসীনো মধুরভগিতীর্গাস্ততি সদা ।  
পুরস্তাদাভীরীগণভয়দনামা স কঠিনো  
মণিস্তম্ভালস্বী কুরুকুলকথাং সঙ্কলয়িতা ॥৫০॥

শিনীনাযুক্তংসঃ স কিল কৃতবর্ণ্যাপ্যভয়তঃ  
প্রণেয়্যেতে বালব্যজনযুগলান্দোলনবিধিম্ ।

স জাহ্নুভ্যামষ্টাপদতুবমবষ্টভ্য ভবিতা  
গুরোঃ শিষ্যো নুনং পদকমল সংবাহনরতঃ ॥৫১॥

বিহঙ্গেন্দ্রো যুগ্মীকৃত করসরোজে ভুবি পুরঃ  
কুতাশঙ্কো ভাবী প্রজবিনিনিদেশেপিতমনাঃ ।  
ছদম্বশ্চ যন্ত ধ্বনতি মথুরাবাসিবটবো  
ব্যদিস্তন্তে সামস্বরজনিতমন্তোশ্চকলহম্ ॥৫২॥

ননির্বন্ধুং দামোদরপদকনিষ্ঠাঙ্গলিনখ  
দ্যতীনাং লাবণ্যাং ভবতি চতুরাশ্যোপি চতুরঃ ।

তথাপি স্ত্রীপ্রজ্ঞাশূলভতরলত্বাদহমসৌ  
প্রবৃত্তা তন্মুদ্বিস্তবরতি-মহাসাহসরসে ॥৫৩॥

বিরাজন্তে যন্ত ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-  
স্বয়দ্বুচ্ছড়াইল্লিত শিখরাঃ পাদনখরাঃ ।

ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ  
স দেবর্ষিমুক্তানপি তল্লভতঃ শোচতি ভৃশম্ ॥৫৪॥

সরোজানাং ব্যূহঃ শ্রিয়মভিলষন্ যন্তপদয়ো-  
র্যযৌ রাগাত্যানাং বিধুরমুদবাসব্রতবিধিম্ ।

হিমং বন্দে নীচৈরমুচিতবিধানব্যসিনিং  
যদেযাং প্রাণাতুং দমনমমুবর্ষং প্রণয়তি ॥৫৫॥

রুচীনামুল্লাসৈর্মরকতময় শূলকদলী-  
কদম্বাহঙ্কারং কবলয়তি মন্তোক্রয়ুগলম্ ।  
যদালানস্তম্ভত্ব্যতিমবললশ্বে বলভূতাং  
মদাত্তদামানাং পশুপরমণীচিক্তকরিণাম্ ॥৫৬॥

সখে যন্তাভীরীনয়নশফরীজীবনবিধৌ  
নিদানং গান্ধীর্ঘ্যাপ্রসরকলিতা নাভিসরসী ।  
যতঃ কল্লস্তাদৌ সকলজনকোৎপত্তিবড়ভী-  
গভীরাস্তঃকক্ষাধৃতভুবনমন্তোক্রহমভূৎ ॥৫৭॥

দ্যতিং ধন্তে যন্ত ত্রিবলিতিকাসঙ্কটতরং  
সখে দামশ্রেণীক্ষণপরিচয়াভিজ্ঞমুদরম্ ।

যশোদা যন্তাস্তঃ সুরনরভূজ্ঞৈঃ পরিবৃতং  
মুখদ্বারে বারদ্বয়মবলুলোকে ত্রিভুবনম্ ॥৫৮॥

উরো যন্ত ক্ষারং ক্ষুরতি বনমালাবলয়িতং  
বিতদ্বানং তদ্বীজনমনসি সন্তো মনসিজম্ ।

মরীচিভির্ষ্মিন্ রবিনিবহতুল্যোহপি বহতে  
সদা খটোতাভাং ভূবনমধুরঃ কোস্তভমণিঃ ॥৫৯॥

সমস্তাঙ্কশীলদ্বলভিহুপল স্তম্ভ যুগল-  
প্রভাজ্জৈত্রং কেশিদ্ভিজ্জলিতকেয়ুরললিতম্ ।  
স্বরক্লাম্যদেগোপীপটলহঠকণ্ঠগ্রহপরং  
ভুজ্জঙ্ঘং যশ্চ ফুটসুরভিগন্ধং বিজয়তে ॥৬০॥

জিহ্বীতে সাত্ৰাজ্যং জগতি নবলাবণ্যলহরী  
পরিপাকশ্যাস্তমুদিতমদনাবেশমধুরম্ ।  
নটদ্রবল্লীকং স্মিতনবসুধাকেলিসদনং  
ফুরম্মুক্তাপঙ্ক্তিপ্ৰতিমরদনং যশ্চ বদনং ॥৬১॥

কিমেভিৰ্ব্যাহারৈঃ কলয় কথয়ামি ফুটমহং  
সখে নিঃসন্দেহং পরিচয়পদং কেবলমিদং ।  
পরানন্দো যস্মিন্নয়নপদবীভাজি ভবিতা  
ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুরব ! সোহয়ং মধুরিপঃ ॥৬২॥

বিলোকেথাঃ কৃষ্ণং মদকলমরালী রতিকলা-  
বিদম্ভব্যামুষ্ণং যদি পুৰবধুবিভ্রমভরৈঃ ।  
তদা নাস্মান্ গ্রাম্যাঃ শ্রবণপদবীং তশ্চ গময়েঃ  
সুধাপূর্ণং চেতঃ কথমপি ন তত্রং মৃগয়তে ॥৬৩॥

যদা বৃন্দারণ্যস্বরগলহরী হেতুরমলং  
পিকানাং বেবেষ্টি প্রতিহরিতমূচ্চৈঃ কুল্লরুতম্ ।  
বহন্তে বা বাতাঃ ফুরিভগিরিমল্লী পরিমলা-  
স্তদৈবাস্মাকীনাং গিরিমুপহরেথা মুরভিদি ॥৬৪॥

পুরা তিষ্ঠন্ গোষ্ঠে নিখিলরমণীভাঃ প্রিয়তয়া  
ভবান্ যশাং গোপীরমণ বিদধে গৌরবভরম্ !  
সখী তস্তা বিজ্ঞাপয়তি ললিতা ধীরললিত !  
প্রণম্য ত্রীপাদাযুজ্জকনকপীঠে পরিসরে ॥৬৫॥

প্রযত্নাদাবাল্যং নবকমলিনীপল্লবকুলৈ-  
স্বয়া ভূয়ো যশাঃ কৃতমহং সংবর্দ্ধনমভূং ।  
চিরাদুদ্বোধাভারাসুরগগরিমাক্রান্তজঘনা  
বভূব প্রার্থীহী মুরমথন সেয়ং কপিলিকা ॥৬৬॥

সমীপে নীপানাং ত্রিচতুরদলা হস্তগমিতা  
ত্বয়া মাকন্দ্য প্রিয়সহচরী ভাবনিয়তিম্ ।  
ইয়ং সা বাসন্তী গলদমলমাধ্বীকপটলী-  
মিষাদগ্রে গোপীরমণ ! রুদতী রোদয়তি নঃ ॥৬৭॥

প্রসূতো দেবক্যা মুরমথন যঃ কোহপি পুরুষঃ  
স জাতো গোপালাভ্যুদয় পরমানন্দবসতিঃ ।  
ধূতো যো গাক্ষিণ্য কঠিনজঠরে সম্প্রতি ততঃ  
সমস্তাদেবাস্তং শিবশিব গতা গোকুলকথা ॥৬৮॥

অরিষ্টেনাহূতাঃ পশুপসুদৃশো যান্তি বিপদং  
তৃণাবর্গাক্রান্ত্যা সচয়তি ভয়ং চত্বরচয়ঃ ।  
অমৌ ব্যোমীভূতা ব্রহ্মবসতিভূমীপরিসরাঃ  
বহন্তে সস্তাপং মুরহর ! বিদূরং ত্বয়ি গতে ॥৬৯॥

ত্বয়া নাগস্তব্যং কথমিহ হরে ! গোষ্ঠনধুনা  
লতাশ্রেণী বৃন্দাবনভূবি যতোহভূদ্বিময়ী ।  
প্রসূনানাং গন্ধং কথমিতরথা বাতনিহিতং  
ভজন্ সতো মূচ্ছাং বহতি নিবহো গোপসুদৃশাম্ ॥৭০॥

কথং সঙ্কোহস্মাভিঃ সহ সমুচিতঃ সম্প্রতি হরে  
বয়ং গ্রাম্যা নার্যাস্তমসি নৃপকন্ত্যাক্ষিতপদঃ ।  
গতঃকালো যস্মিন্ পশুপপরমণী-সঙ্গমকৃতে  
ভবাম্ ব্যগ্রস্তস্তৌ তমসি গৃহবাটবিটপিনঃ ॥৭১॥

বয়ং ত্যক্তাঃ স্বামিন্ যদিহ তব কিং দুষণমিদং  
নিসর্গঃ শ্যামানাময়মতিতরাং তুষ্পরিহরঃ ।  
কুহুকঠৈরগুবধিসহনিবাসাং পরিচিতাঃ  
বিসৃজ্যন্তে সত্তাঃ কলিতনবপট্টবলিভূজঃ ॥৭২॥

অয়ং পূর্বো রজঃ কিল পরিচিতো যশ্চ তব সা (১)  
রসাদাখ্যাতব্যং পরিকলয় তন্নাটকমিদম্ ।  
ময়া প্রষ্টব্যোহসি প্রথমমিতি বৃন্দাবনপতে  
কিমাহা (২) রাধেতি স্মরসি হত কিং বর্ণযুগলম্ ॥৭৩॥



অয়ে কুঞ্জদ্রোণীকুহরগৃহমেধিন্ কিমধুন।  
পরোক্ষং বক্ষ্যন্তে পশুপরমণী তুনিয়তয়ঃ ।  
প্রবীণা গোপীনাং তব চরণপদ্মেহপি তমনা (৩)  
যযৌ রাধা সাধারণ-সমুচিতপ্রশ্নপদবৌম্ ॥৭৪॥

ত্বয়া গোষ্ঠং গোষ্ঠীতিলক । কেলি চেদ্বিশ্বতমিদং  
ন তূর্ণং ধুমোর্ণাপতিরপি বিধন্তে যদি কৃপাং ।  
অহর্বন্দং বৃন্দাবনকুসুমপালীপরিমলৈ-  
ত্বুরালোকং শোকাস্পদমথ কথং নেয়াতি সখী ॥৭৫॥

তরঙ্গৈঃ কুর্বাণা শমনভগিনীলাঘবমসৌ  
নদীং কাঞ্চিদেগোষ্ঠে নয়নজলপূরৈরজনয়ৎ ।  
ইতীবাস্তা দ্বেষাদভিমতদশাপ্রার্থনময়ীং ।  
মুরারে বিজ্ঞপ্তিং নিশময়িত মানী ন শমনঃ ॥৭৬॥

কৃতাকৃষ্টিক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মম সখী  
সকৃদ-দৃষ্টা দূরাদহিত হিতবোধোজ্জিতমতিঃ ।  
হতাশেয়ং প্রেমানলমহুবিশস্তী সরভসং  
পতঙ্গীবাআনং মুরহর মুহূর্দাহিতবতী ॥৭৭॥

ময়া বাচ্যঃ কিং বা হমিহ নিজদোষাং পরমসৌ  
যযৌ মন্দা বৃন্দাবনকুমুদবন্ধো বিধুরতাম্ ।  
যদর্থং হৃৎখাগ্নির্দহতি ন তমতাপি হৃদয়ান্  
ন যস্মাদহুর্মেধা লবমপি ভবন্তুং দবয়তি ॥৭৮॥

কিমা বিষ্টা ভূতৈঃ সপদি যদি বা তুরফণিনা  
ক্ষতাপস্মারেন চ্যুতমতিরকস্মাং কিমপতৎ ।  
ইতি ব্যাঘ্রেরস্তাং গুরুভিরভিতো বেগুনিদ-  
প্রবাদবিলম্বীয়াং মুরহর বিকল্লা বিদধিরে ॥৭৯॥

নবীনেয়ং সম্প্রত্যকুশল পরোপাক লহরী  
নরীনর্তি সৈয়ং মম সহচরী-চিন্তকুহরে ।  
জগন্নেত্রশ্রেণীমধুর মথুরায়াং নিবসত-  
শ্চিরাদার্তা বার্তামপি তব যদেবা ন লভতে ॥৮০॥

জনান্ সিদ্ধাদেশান্ নমতি ভজতে মাত্তিকগণান্  
বিধন্তে শুশ্রুষামধিক বিনয়েনৌষধিবিদাম্ ।  
তদীক্ষা দীক্ষায়ৈ পরিচরতি ভক্ত্যা গিরিসুতাং  
মনীষা হি ব্যগ্রা কিমপি সুখহেতুং ন মনুতে ॥৮১॥

ত্রিবক্রোহো ধন্যা হৃদয়মিব তে স্বং পুরমসৌ  
সমাসাত্ত স্নৈরং যদিহ বিলসন্তী নিবসতি ।  
ধ্রুবং পুণ্যভ্রংশাদজনি সরলেয়ং মম সখী  
প্রবেশস্তত্রাভুং ক্ষণমপি যদস্তা ন স্থলভঃ ॥৮২॥

পশূনাং পাতারং ভুজগরিপুপত্রপ্রণয়িনং  
স্মরোদ্ধিক্রীড়ং নিবিড়ঘনসারদ্যুতিহরম্ ।  
সদাভ্যর্গে নন্দীশ্বর গিরিভুবো রঙ্গরসিকং  
ভবন্তুং কংসারে ভজতি ভবদাপ্ত্যে মম সখী ॥৮৩॥

ভবন্তুং সমুপ্তা বিদলিত তমালাকুররসৈ-  
বিলিখ্য ক্রান্তকৃতমদনকো দণ্ডকদনং ।  
নিধাস্তস্তী কণ্ঠে তব নিজভুজবল্লরিমসৌ  
ধরণ্যামুদ্রালজ্জড়িমনিবিড়ঙ্গী বিলুষ্ঠতি ॥৮৪॥

কদাচিন্মুঢ়েয়ং নিবিড় ভবদীয় স্মৃতিমদা-  
দনন্দাদাত্মানং কলয়তি ভবন্তুং মম সখী ।  
তথাস্তা রাধায়া বিরহদহনাকল্লিতধিয়ৌ  
মুরারে হৃৎসাধা ক্ষণমপি ন বাধা বিরমতি ॥৮৫॥

ত্বয়া সম্ভাপানামুপরি পরিমুক্তাপি রভসা-  
দিদানীমাপেদে তদপি তব চেষ্টাং প্রিয়সখী ।  
যদেবা কংসারে ভিহর হৃদয়ং স্বামবয়তী  
সতীনাং মূর্খত্যা ভিহরহৃদয়হৃদয়দিনম্ ॥৮৬॥

সমক্ষং সর্বেষাং নিবসসি সমাধি-প্রণয়িনাং  
ইতি শ্রদ্ধা নূনং গুরুতরসমাধিং কলয়তি ।  
সদা কংসারাতে । ভজসি যমিনাং নেত্রপদবীং  
ইতি ব্যক্তং সঙ্কীভবতি যমমালম্বিতুমপি ॥৮৭॥

মুরারে কালিন্দী সলিলদলদিনীবররূচে  
মুকুন্দ শ্রীবন্দাবনমদন বন্দারকমণে ।  
ব্রজানন্দিমল্লীশ্বরদয়িত নন্দাশ্রজ হরে  
সদেতি ক্রন্দস্তী পরিজনশুচং কন্দলয়তি ॥৮৮॥

সমস্তাছন্তপ্তস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া  
কৃতোদ্বিগ্নঃ পঞ্চাশুগম্গয়ুবেধব্যতিকরৈঃ ।  
তনুভূতং সত্ত্বস্তম্বনমিদং হাস্ত্যতি হরে  
হঠাদন্ত শো বা মম সহচরী-প্রাণহরণঃ ॥৮৯॥

পয়োরশি স্বীতত্বিবি হিম করোত্ত্বঃসমধুরে  
দধানে দৃগ্ভজ্যা স্মরবিজয়ী রূপং মম সখী ।  
হরে দন্তস্বাস্তা ভবতি তদিমাং কিং প্রভবতি  
স্মরো হস্ত কিস্ত ব্যথয়তি ভবানেব কুতুকা ॥৯০॥

বিজ্ঞানীষে ভাবং পশুপরমগীনাং যত্নপতে  
ন জানীমঃ কস্মাৎ তদপি বত মায়াং রচয়সি ।  
সমস্তাদধ্যাত্মং যদিহ পবন ব্যাধিরলপদ্  
বলাদস্তায়েন ব্যসনকুলমেব দ্বিগুণিতম্ ॥৯১॥

গুরোরস্তেবাসী স ভজতি যদূনাং সচিবতাং  
সখী কালিন্দীয়াং কিল ভবতি কালস্তা ভগিনী ।  
ভবেদন্তঃ কো বা নরপতিপুত্র মৎপরিচিতে  
দশামস্তাঃ শংসন্ যত্নতিলক যস্তামনুনেয়ং ॥৯২॥

বিশীর্ণাঙ্গীমস্তর্কবনবিলুণ্ঠনাছুৎকলিকয়া  
পরীতাং ভূয়স্তা সততমপরাগব্যতিকরাম্ ।  
পরিধ্বস্ত্যামোদাং বিরমিতসমস্তালিকুতুকাং  
বিধোঃ পাদস্পর্শাদপি সুখয় রাধাকুমুদিনীম্ ॥৯৩॥

বিপত্তিভ্যঃ প্রাণান্ কথমপি ভবৎসঙ্গমসুখ-  
স্পৃহাধীনা শৌরে মম সহচরী রক্ষিতবতী ।  
অতিক্রান্তে সম্প্রত্যবধিদিবসে জীবনবিধো  
হতাশা নিঃশব্দং বিতরতি দৃশৌ তমুকূলে ॥৯৪॥

প্রতিকাররম্ভপ্লথমতিভিরুত্থং পরিণতে  
বিমুক্তায়া ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ ।  
অমুঞ্চস্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ  
বলাদন্ত প্রাণানবতি ভবদাশা-সহচরী ॥৯৫॥

অয়ে রাসক্রৌড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা  
পুরা বন্ধা যেন প্রণয়লহরী হস্ত গহনা ।  
স চেমুক্তাপেক্ষস্বমসি ধিগিমাং তূলশকলং  
যদেতস্তা নাসানিহিতমিদমত্মাপি চলতি ॥৯৬॥

মুকুন্দ ভ্রান্তাক্ষী কিমপি যদসংকল্পিতশতং  
বিধন্তে তদ্বক্তুং জগতমনুজঃ কঃ প্রভবতি ।  
কদাচিৎ কল্যাণী বিলপতি যত্নৎকল্পিতমতি-  
স্তদাখ্যামি স্বামিন্ গময়কমরোত্তংসপদবীম্ (১) ॥৯৭॥

অভূৎ কোহপি প্রেমা ময়ি মুররিপোধঃ সখি পুরা  
পরাং ধর্ম্মাপেক্ষামপি তদবলদ্বান্ন গণয়েৎ (২) ।  
তথেন্দোনং হা ধিক্ সমজনি তটস্তুঃ স্মৃটমহং  
ভজে লজ্জাং যেন ক্ষণমিহ পুনর্জীবতুমপি ॥৯৮॥

অমী কুঞ্জাঃ পূর্ব্বং মম ন দধিরে কামপি মুদং  
ক্রমালীয়াং চেতঃ সখি ন কতিশো নন্দিতবতী ।  
ইদানৌ পঠেতে যুগপত্পতাপঃ বিদধতে  
প্রভোমুক্তাপেক্ষে ভজতি নহি কো বা বিমুখতাম্ ॥৯৯॥

গরীয়ান্ মে প্রেয়া ত্বয়ি পরমিতি স্নেহলঘুতা  
ন জীবিত্যামাতি প্রণয়গরিমা খ্যাপনবিধিঃ ।  
কথং নায়াসোতি স্মরণপরিপাটী প্রকটনং  
হরৌ সন্দেশায় প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ ॥১০০॥

যযৌ কালঃ কল্যাণবকলিতকেলীপরিমলাং  
বিলাসার্থী যস্মিন্নচলকুহরে লীনবপুষম্ ।  
স মাং ধ্বজা ধৃতঃ কৃতকপটরোষণং সখি হঠা-  
দকার্যাদাকর্ষন্নুরসি শশিলেখাশতবৃত্তাম্ ॥১০১॥

কদা প্রেমোন্মীলনদনমদিরাঙ্গী সমুদয়ম্  
বলাদাকর্ষন্তঃ মধুরমুরলী কাকলিকয়া ।  
মুহুর্ভ্রাম্যচিল্লীচুলুকিত কুলজ্বীভ্রতমহঃ  
বিলোকিত্রে লীলামদমিলদপাঙ্গী মুরভিদম্ ॥১০২॥

মনো মে হা কষ্টং জলতি কিমহং হস্ত । করবৈ  
ন পারং নাবারং স্মৃতি । কলয়াম্যস্ত জলধেঃ ।  
ইয়ং বন্দে মুক্তা সপদি তমুপায়ং কথয় মে  
পরামুশ্রে যস্মাদ্ভক্তি-কণিকয়াপি কণিকয়া ॥১০৩॥

প্রয়াতো মাং হিহা যদি কঠিন চূড়ামণিরসৌ  
প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্মঃ কিল গতিঃ ।  
ইদং সোচুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্নকপটা-  
দিহায়াতো বৃন্দাবনভূবি বলাগ্নাংরময়তি ॥ ১০৪॥

অনৌচিত্যং তস্ত ব্যথয়তি মনো হস্ত মথুরাং  
হ্রমাসাত্ত্বৈশ্বরং চপলহৃদয়ং বারয় হরিম্ ।  
সখি । স্বপ্নারম্ভে পুনরপি যথা বিভ্রমমদা-  
দিহায়াতো ধূর্তঃ ক্ষপয়তি ন মে কিকিণি-গুণম্ ॥১০৫॥

অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমক্ষংশৃণু হঠা-  
দবিজ্ঞান্ মাভূরিহ সখি । মনোবিভ্রমধিয়া ।  
বয়স্তস্তে গোবর্দ্ধন-বিপিনমাসাত্ত্ব কুতুকা-  
দকাণ্ডে যন্তুয়ঃ স্রবকলহ-পাণ্ডিত্য মতনোং ॥১০৬॥

অমর্যাদ্ধাবন্তীঃ গহনকুহরে সূচিতপথাং  
তুলা কোটিকানৈশ্চকিত পদপাতদ্বিগুণিতৈঃ ।  
দিধীর্ঘাং হর্ষান্তরলনয়াস্তঃ স কুতূকী  
ন বংশীমজ্জাসীদ্ধুবি কর-সরোজাঙ্গিগলিতাম্ ॥১০৭॥

অশক্তাং গন্তব্যে কলিতনবচেলাঞ্চলতয়া  
লতালীভিঃ পুষ্পস্মিতশবলিতাভির্বিরুদতীম্ ।  
পরীহাসারম্ভী প্রিয়সখি । সমালম্বিতমুখীং  
প্রপেদে চুখায় ক্ষুরদধর-বিস্মস্তব সখা ॥১০৮॥

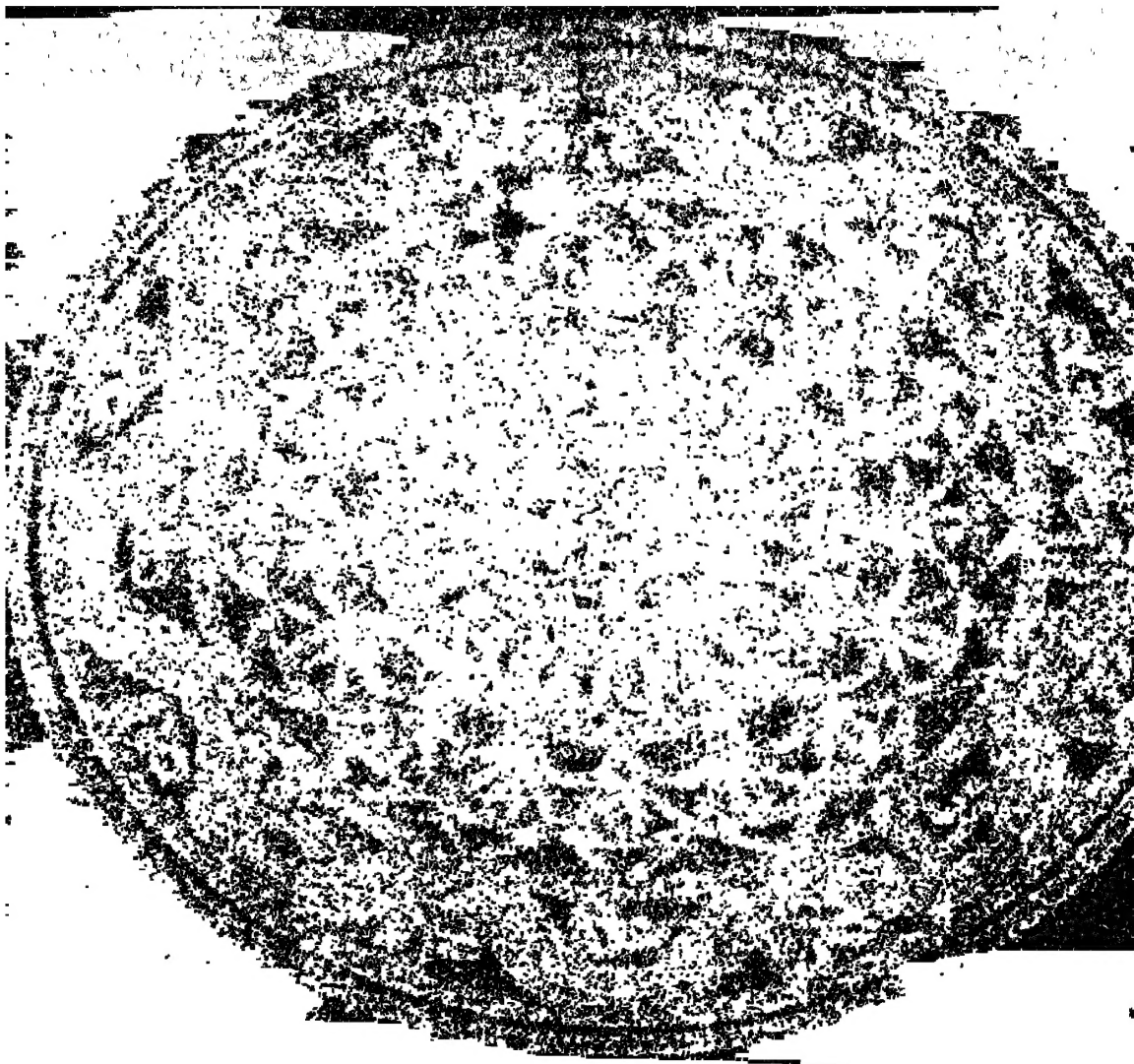
ততোহহং ধর্ম্মিল্যে স্থগিতমুরলীকা সখি । শনৈ-  
রলীকামর্ষণে ভ্রমদবিরল জরুদচলম্ ।  
কচাকৃষ্টি-ক্রীড়াকম-পরিচিতে-চৌর্য্য-চরিতে  
হরিলক্ষ্মোপাধিঃ প্রসভমনয়ন্যাংগিরি-দরীম্ ॥১০৯॥

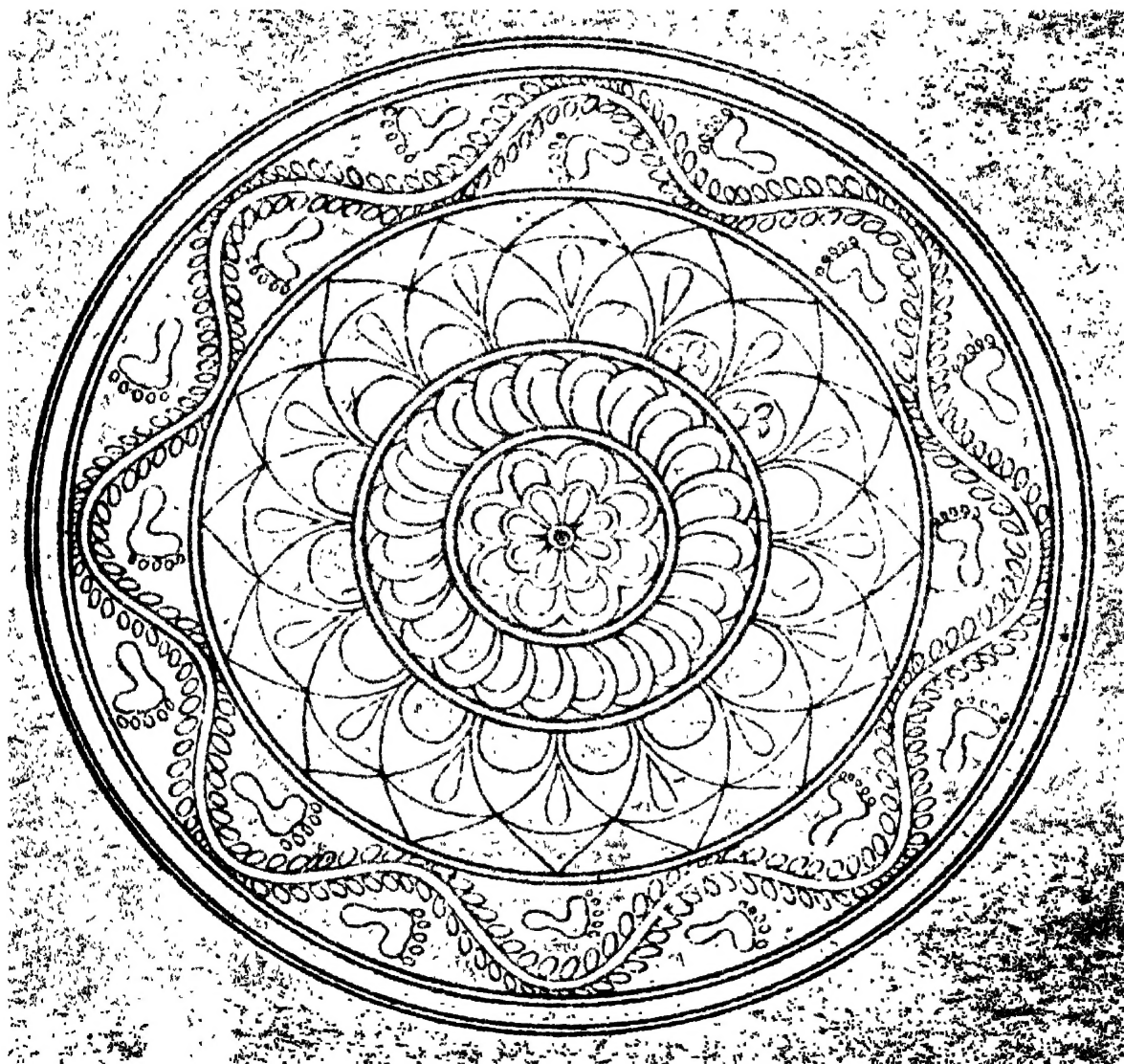
কদাচিদ্বাসন্তী-কুহরভূবি ধূর্তঃ সরভসং  
হসন্ পৃষ্ঠালম্বী স্থগয়তি করাভ্যাং মম দৃশৌ ।  
দিধীর্ঘৌ জাতের্য্যঃ ময়ি সখি । তদীয়াজুলিশিখাং  
জানে কুত্রায়ং ব্রজতি কিতবানাং কুলগুরুঃ ॥১১০॥

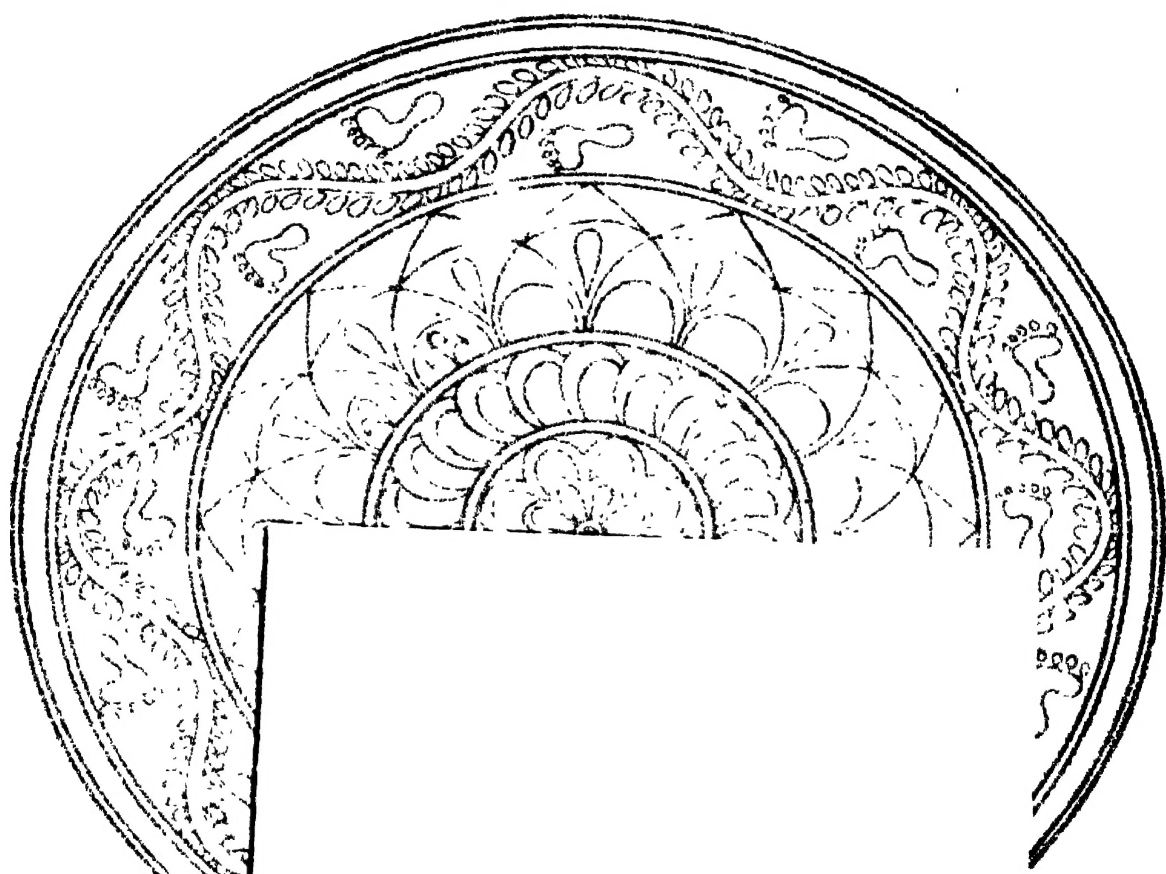
রণদভুজঞ্জ্ঞেয়ী সূহৃদি শরদারম্ভমধুরে  
বনান্তে চান্দ্রীভিঃ কিরণলহরীভির্ধবলিতে ।  
কদা প্রেমোদ্ভব স্রবকলহবৈতত্ত্বিকমহং  
করিষ্যে গোবিন্দংনিবিড়ভুজবন্ধ প্রণয়িনম্ ॥১১১॥

ইতি ত্রীকংসারে: পদকমলয়োগৌকুলকথাং  
নিবেদ্য প্রত্যেকং ভজ পরিজনেষু প্রণয়িতাম্ ।  
নিজাঙ্গে কাদম্বী সহচর বহন মণ্ডনতয়া  
স যাত্যুচ্চৈঃ প্রেমপ্রবণমল্লজগ্রাহ ভগবান ॥১১২॥

ইতি ত্রীকুপগোস্থামি-বিরচিতং হংসদ্বন্দ্বাখ্যং  
কাব্যং সমাপ্তম্ ।







**DISTRICT LIBRARY**

**MURSHIDABAD**

**ESTD. 1955**